৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ৯ আশ্বিন – ১৫ আশ্বিন, ১৪২৭ ঃ ২৬ সেপ্টেম্বর – ২ অক্টোবর, ২০২০

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 47, 26 SEPTEMBER - 2 OCTOBER, 2020 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দেখুন আর সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউ টিউব চ্যানেল

ALIPUR BARTA

দাম কমল

❑ছাপা, বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার কারণে বর্তমান লকডাউন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আলিপুর বার্তার পৃষ্ঠা কমিয়ে চারপাতা করতে হয়েছে। খরচের বোঝা সত্ত্বেও পাঠকের সুবিধার্থে এই সংখ্যা থেকে পুণরায় আট পাতা না হওয়া পর্যন্ত পত্রিকার দাম ৩ টাকা থেকে কমিয়ে ২টাকা করা হল।

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বিশ্বভারতীর পাঁচিল ভাঙার বিচার করতে স্বতঃপ্রণোদিত

হস্তক্ষেপ করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কমিটি গড়ে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে পুলিশ এ ব্যাপারে আপাতত কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না।

রবিবার : বঙ্গে জঙ্গি, শব্দবন্ধটি ক্রমশ মানে খুঁজে পাচ্ছে সন্ত্রাস

দুনিয়ায়। বর্ধমানের খাগড়াগড়ের পর এবার রঙ্গমঞ্চ মুর্শিদাবাদের ডোমকল, রাণিনগর, জলঙ্গি। এইসব ব্লক থেকে ধরা হয়েছে ৬ জন সন্দেহভাজনকে। জানা গেছে এরা সকলে আল–কায়দার সঙ্গে যুক্ত।

সোমবার : রাজ্যসভার বাদল অধিবেশনে তুমুল বিশৃঙ্খলার মধ্যে

ধ্বনিভোটে পাশ হয়ে গেল জোড়া কৃষি বিল। অধ্যাদেশ জারি হয়েছে আগেই। লোকসভাতেও ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছে বিল দুটি। বাকি ছিল রাজ্যসভার অনুমোদন। তবে বিল নয়, এদিন সংসদে নজির হয়ে রইল অভব্যতা।

মঙ্গলবার : বাড়িতে বসে ২৪ ঘন্টা ধরে পরীক্ষা দেওয়ার কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত ইউজিসির সিদ্ধান্তে বদলে গিয়েছে ২ থেকে ৩ ঘন্টায়। ফতোয়া জারি করতে এগিয়ে এলেও এবার পরীক্ষা নেওয়ার সব দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল কলেজ গুলোর ঘাড়ে। প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে আতান্তরে অধ্যক্ষরা।

বুধবার: অবশেষে সেনাপ্রধানদের বৈঠকেই পরিস্থিতি

স্বাভাবিক করার সূত্র মিলল বলে মনে করা হচ্ছে। বৈঠক শেষে চিন–ভারত দুদেশের সেনার তরফে যৌথ বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে লাদাখ সীমান্তে তারা আর নতুন করে সেনা সমাবেশ করবে না। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে এটা আসলে চিনকে কোনঠাসা করার ফল।

বৃহস্পতিবার : এনআইএ মুর্শিদাবাদ থেকে জঙ্গি ধরার পর

গরু পাচার চক্রের খোঁজে কলকাতা, সল্টলেক, মুর্শিদাবাদ, শিলিগুড়ি সহ ১২ জায়গায় একযোগে তল্লাশি চালাল সিবিআই। এতেই ফেঁসে গিয়েছেন বিএসএফের ৩৬ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের প্রাক্তন কমান্ডান্ট সতীশ কুমার।

শুক্রবার : এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চিরকালই পুজোবান্ধব। সেই

ইমেজ বজায় রেখে এবার সমস্ত পুজো কমিটিগুলোকে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে অনুদান দেবার কথা ঘোষণা করলেন তিনি। তাছাড়া সব কর ছাড় ও বিদ্যুৎ দেবেন অর্ধেক দামে। বিরোধীরা অবশ্য একে নির্বাচনী গিমিক বলে আখ্যা দিয়েছেন।

সবজান্তা খবরওয়ালা

রাজনৈতিক কান্না দেখে হতভম্ব কৃষকরা

ওঙ্কার মিত্র : সংসদে পাশ হয়েছে জোড়া কৃষি বিল। কেন্দ্রীয় সরকারি শাসক দল আনন্দে গদগদ হয়ে বলছে এ এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। স্বাধীনতার এত বছর পর বন্ধনমুক্তি হল দেশের কৃষকদের। অন্যদিকে ছন্নছাড়া বিরোধীরা এককাট্টা হয়ে বলছে এদিন কালা দিন। কৃষকদের সর্বশান্ত করতে চক্রান্ত করেছে শাসক দল। সকলেই বলছে কৃষকদের মন জয় করতে তারা বদ্ধপরিকর। কে ঠিক আর কে ভুল তা বিচারের দায় এসে পড়েছে দেশের কৃষকদের উপর।

এমন একটা দড়ি টানাটানির আবহে দেশের কৃষি পরিস্থিতির দিকে একটু তাকানো যাক। গত কয়েক বছরের সমীক্ষা বলছে দেশের ৭০ শতাংশ জনসংখ্যা কৃষি নির্ভর। দেশের ৫০ শতাংশ কর্মসংস্থান হয় কৃষিক্ষেত্রে। দেশের জিডিপির ৬ থেকে ৭ শতাংশ কৃষিক্ষেত্রের অবদান। পশু পালন, মৎস্যচাষ ধরলে তা প্রায় ১৬/১৭ শতাংশে গিয়ে দাঁড়াবে। অথচ এদেশের কৃষকদের যন্ত্রণাকাতর ছবিটা আমাদের কাছে স্পষ্ট। কেমন যন্ত্রণায় তার ভোগেন? এক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কালে বামেরা যাদের দেখে পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল সেই লাল ঝান্ডাধারী কৃষকরা যারা নাসিক থেকে খালি পায়ে সারা রাত ধরে হেঁটে মুম্বাই পৌঁছেছিলেন তাঁদের দাবি গুলো একবার খতিয়ে দেখা যাক। তাঁরা চেয়েছিল সময়মত সরকারি ঋণ, সম্মানজনক নূন্যতম সহায়ক মূল্য, ফসল বিপর্যয়ের

ক্ষতিপূরণ, সুষ্ঠ সেচ ব্যবস্থা ও জমি অধিগ্রহণের কোপ থেকে বাঁচতে।

কৃষকদের দাবি দেখে এটা জলের মত পরিষ্কার যে শাসক থেকে বিরোধী যারা কোন না কোন সময় দেশ বা রাজ্য চালিয়েছে তারা কৃষকদের এগুলি দিতে পারে নি। কৃষকদের বঞ্চনা ও রাজনীতিকদের ব্যর্থতার তালিকা এতই দীর্ঘ যে তা নিয়ে আলোচনা করতে বসলে দিনের পর দিন কেটে যাবে। বরং মহারাষ্ট্রের আন্দোলনরত ওই কৃষকদের আরও একটা দাবি নিয়ে আলোচনা করা যাক। কৃষকরা তাদের দুর্দশা মোচনের জন্য দাবি করেছিল স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা হোক। প্রধানমন্ত্রীও বিল পাশের প্রতিক্রিয়ায় এই কমিশনের উল্লেখ করেছেন। এই কমিশনের ব্যাপারে যাদের তেমন সম্যক ধারণা নেই তাদের জ্ঞাতার্থে জানাই এদেশের কৃষকদের দুঃখদুর্দশা বোঝার জন্য ২০০৪ সালের ১৮ নভেম্বর তৎকালীন কংগ্রেস সরকার প্রফেসর স্বামীনাথনের নেতৃত্বে গঠন করেছিল ন্যাশানাল কমিশন অন ফারমার বা এনসিএফ। কয়েক দফায় ২০০৬ সালের ৪ অক্টোবর ফাইনাল রিপোর্ট পেশ করে কমিশন। সুপারিশে কৃষকদের সমস্ত দাবি পর্যালোচনা করে কমিশন বলে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে অতিরিক্ত ও পতিত জমি কৃষকদের হাতে তুলে দিতে হবে। কারণ খাদ্য যোগাবার কারিগর হলে তাঁদের ভাগে জমির পরিমাণ খুবই অল্প। কৃষকদের জন্য যথাযথ সেচের ব্যবস্থা করতে হবে বলেও কমিশন জানিয়েছিল কারণ স্বাধীনতার ৭০ বছর পরেও এদেশের ৬০ শতাংশ কৃষি নির্ভর করে বৃষ্টির উপর। এছাড়াও স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশে কৃষকদের আয় বাড়াতে সেচ, সড়ক যোগাযোগ, জমি উন্নয়ন, জল সংরক্ষণ ও কৃষি গবেষণায় বেসরকারি বিনিয়োগের কথা বলা হয়েছিল। সুপারিশ ছিল কৃষকদের পর্যাপ্ত ঋণ ও কৃষি বিমার। কৃষকদের আত্মহত্যার কারণ বিশ্লেষণ করে কমিশন কৃষকদের সমস্যা শোনা ও তাদের স্বাস্থ্য বিমার ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেছিল।

এরপর তিনের পাতায়

তদন্ত আটকে বিপত্তি চরমে

আসছে জঙ্গি ও মাদক, চলে যাচ্ছে দেশের সম্পদ

শক্তি ধর : বঙ্গে জঙ্গি আর মহারাষ্ট্রের থুড়ি বলিউডের মাদক দখল করে রাখল গত সপ্তাহের অপরাধ সংবাদের সবটুকু। এই দুটোই এখন দেশের হট টপিক। জঙ্গি আমদানি ও আশ্রয়ে এ রাজ্য হাত পাকিয়েছে অনেক আগেই। যখন থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ঢিলে ঢালা মনোভাব দেখাতে শুরু করেছে, চালু করেছে সংখ্যালঘু নামে কোনও এক সম্প্রদায়ের তোষণের রাজনীতি তখন থেকে সীমান্তে সক্রিয় হয়েছে জঙ্গি সংগঠনগুলি। কখনও জেএমবি, কখনও আল কায়দা বা কখনও আইএস নামে। যে নামেই হোক না কেন এদের উদ্দেশ্য এক এবং অদ্বিতীয়। ভারতভূমিকে 'ইসলামিক স্টেট' বানানো, ভারতের যুবসমাজকে মাদকাসক্ত ও জঙ্গিতে পরিণত করা। পাশাপাশি ভারতের গো, মানব ও ধন সম্পদ পাচার করা। নাদির শাহদের ভারত লুণ্ঠনের ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। কারণ, ভোটের লোভে এদেশের রাজনীতিকরা অবৈধ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান পাল্টায়। গদির লোভে ভারতীয় রাজনীতিকরা তোষণের রাজনীতিতে মদত দেয়। কারণ অর্থের লোভে এদেশের সীমান্তে যারা রক্ষকের দায়িত্বে তারাই ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দেশের সম্পদ পাচারে সামিল হয়। তাই, এদেশের সীমান্ত রাজ্যগুলিতে গেড়ে বসে জঙ্গিরা,

জুটিয়ে নেয় নেতাদের সমর্থন ও পরিচয়পত্র। তাই, এদেশের গলি ঘুঁজি থেকে বলিউডের গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডে মাদক সেবনের রমরমা। তাই, সীমান্ত জুড়ে গরু পাচার, সুন্দরবনের মত প্রান্তিক অঞ্চল জুড়ে নারী পাচার এবং ভদ্রলোকের বেশে সোনা সহ ধনসম্পদ পাচার হয় এদেশ থেকে।

এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে কে? দেশের তদন্তকারী সংস্থা! তারা তো এখন রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের শিকার। ঘটা করে জনগণের পয়সায় গড়া হলেও এদের তদন্তকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেয় রাজনীতিকরাই। যারা গদির লোভে দেশের স্বার্থকেও বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। যারা দেশের বিরুদ্ধে সংঘটিত কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে একমত

নয়। একদল অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় তো অন্যদল বেঁকে বসে। একদল পাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তো অন্যদল তা বানচাল করার খেলায় মত্ত হয়। ভারতীয় রাজনীতিকদের এই রাজনৈতিক ফায়দার গেম এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে পশ্চিমবঙ্গের মতো অঙ্গরাজ্যে আটকে গিয়েছে সিবিআই–এর মত তদন্তকারী সংস্থার গতিবিধি।

এরপর তিনের পাতায়

পুজো অনুদানে উঠছে প্রশ্ন

কুনাল মালিক : বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে যখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ঘোষণা করলেন, এবার রাজ্যের অনুমোদিত ৩৭ হাজার পুজো কমিটিকে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে। তারপর কিছুক্ষণ ধরে তুমল হর্ষধ্বনি ও হাততালি চলতে থাকে। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণায় অনেকেই হতভম্ব হয়ে যান। এদিন কার্যত মুখ্যমন্ত্রী কল্পতরু হয়ে গিয়েছিলেন। পুজোর জন্য কোনও ফায়ার ব্রিগেড চার্জ লাগবে না, বিদ্যুতের জন্য ৫০ শতাংশ ছাড়। পঞ্চায়েত পুরসভার ফি মুকুব। অনলাইনে পুজোর অনুমতি। সেই সঙ্গে কলকাতার ৮১ হাজার হকারদের পুজোর মাসে এককালীন ২০০০ টাকা অনুদান। সিভিক ও গ্রিন পুলিশদের অক্টোবর থেকে ১০০০ টাকা বেতন বৃদ্ধি। আইসিডিএস কর্মীদের অবসরকালীন ৩ লক্ষ টাকা অনুদান। এক কথায় মমতা ব্যানার্জী এদিন মা অন্নপূর্ণা হয়ে গিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে পুজোর কিছু নিয়ম কানুনও বাদলেছেন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী শিবিরও মাঠে নেমে পড়েছে। রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেছেন, এত দান খয়রাতির টাকা আসছে কোথা থেকে? করোনা ও আমফান পরিস্থিতিতে যখন রাজ্যের বেহাল অবস্থা কেন্দ্র সরকারের কাছে বারে বারে টাকার দাবি করছে তখন এই দান খয়রাতির মানে কী? এ সবই ভোটের রাজনীতি। গাঁ–গঞ্জের অনেক মানুষের প্রশ্ন এবার তো পুজো অনেক জায়গায় ছোট করে হচ্ছে। তাহলে এত টাকা অনুদান কেন? কেউ বলছেন কয়েক শ কোটি টাকা যদি বন্ধ কলকারখানা খুলতে কাজে লাগত তবে কর্মসংস্থান হতো। আবার কেউ প্রশ্ন তুলছেন গ্রামে বা ট্রেনে যারা হকারি করতো তাদেরও কি অনুদান দেওয়া হবে? এই প্রতিবেদককে একজন প্রশ্ন করেন, আচ্ছা দাদা এ বছর নতুন দুর্গা পুজো করলেও আমরা কী ৫০ হাজার টাকা অনুদান পাব। তার উত্তরে জানাই না।

কলকাতার সাফসুতরো যাদের হাতে তাদেরই মজুরি সামান্য

বরুণ মণ্ডল : কাজ করলে মজুরি। না করলে মিলবে না মজুরি (নো ওয়ার্ক নো পে)। সাধারণ 'ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্বান এমপ্লয়মেন্ট স্কিমে'র (১০০ দিনের কলকাতা পুরসংস্থায় এমন ১৪ হাজারের অধিক। সাফসুতরো রাখা। কোনও আক্রান্ত হলে আক্রান্তের করা। কাজের সময় সকাল ২ টো। এরা কলকাতা সাফাইকর্মী। ১০০ দিনের এই কর্মীরা কাজ করলে ১৮২ টাকা। মাসের ৩০ ছুটি নেই। রবিবার কাজ ওই টাকা। অতিমারী প্রতিদিন প্রাণের কলকাতার রাস্তাঘাট বিকেল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন

প্রকল্প) আওতায় অস্থায়ী কর্মী আছে কাজ রাস্তা–ঘাট নাগরিক কোভিডে বাড়ি স্যানিটাইজ ৬টা থেকে দুপুর পুরসংস্থার অস্থায়ী প্রকল্পের আওতায় দৈনিক মজুরি পান বা ৩১ কোনও দিনই করলেও মিলবে কোভিড পরিস্থিতিতে ঝুঁকি নিয়ে এরাই স কা ল – দু পু র – রাখেন। সেজন্য অতিরিক্ত কোনও মজুরি নেই। সে তুমি লকডাউন বা ছুটির দিন কাজ করলেও অতিরিক্ত কোনও কিছুই জোটে না। জোটে না গামবুট থেকে গ্লাভস বা কে এম সি মাস্ক। কেবল জোটে একটি কেএমসি–এসডব্লুএম লেখা জ্যাকেট।

এরপর তিনের পাতায়

রাজ্যের গোয়েন্দা দফতরের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত সপ্তাহে মুর্শিদাবাদ থেকে ছয়জন আলকায়দা জঙ্গিকে গ্রেফতার করল এনআইএ। এ রাজ্যের পুলিশ বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে অন্ধকারে রেখেই এই গ্রেফতার। গ্রেফতারের পর আরও একবার প্রশ্ন উঠছে 'পশ্চিমবঙ্গ কী জেহাদি জঙ্গিদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠেছে? এর আগে ২০১৪ সালে বর্ধমানের খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণের ঘটনায় জামাল মুজাহিদিন বাংলাদেশ গোষ্ঠীর নাম জড়িয়েছিল। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সুত্রের দাবি কাশ্মীরের পুলওয়ামায় সেনাদের ওপর জঙ্গি হামলার সময় বেশ কিছু ফোন কল অনুসন্ধান করে এ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ সহ বেশ কিছু জেলার লোকেশন পাওয়া যায়। সেই সূত্র ধরেই এনআইএর এই অভিযান। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের দাবি ধৃত আলকায়দা জঙ্গিদের জেরা করে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। সূত্রের দাবি জঙ্গি জাল মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বিস্তারিত হয়েছে। ধৃত জঙ্গিরা এত সাধারণ ভাবে থাকত তাদের কেউ সন্দেহ করতে পারেনি। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের দাবি অল্প বয়েসি

ধর্মীয় ভাবে অনুপ্রাণিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যুবক–যুবতীদের টার্গেট করছে জেহাদি জঙ্গিরা। তাদের মগজ ধোলাই করে দেশ বিরোধী নাশকতায় কাজে লাগানোই জঙ্গিদের উদ্দেশ্য। সূত্রের দাবি এর পিছনে পাকিস্তানি জঙ্গি গোষ্ঠীর পুরো মদত আছে। প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক আইপিএফ নজরুল ইসলাম সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, মুর্শিদাবাদে ৯০ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। মাদ্রাসা ছাড়া উচ্চ শিক্ষার তেমন ব্যবস্থা নেই। সেই সুযোগে জেহাদিরা ধর্মীয়ভাবে অনুপ্রাণিত যুবকদের দলে টানছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চশিক্ষার ঘাটতি আছে। প্রাক্তন মেজর জেনারেল কে কে গাঙ্গুলি সংবাদ মাধ্যমে ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, এ রাজ্যের পুলিশের যে গোয়েন্দা দফতর বা আইবি সেল আছে তাদের ভূমিকাও ঠিক নেই। রাজ্য গোয়েন্দা দফতরকে আরও সক্রিয় হতে হবে। তা না হলে আগামী দিনে আরও বড় কোনও নাশকতা ঘটাতে পারে জেহাদি জঙ্গিরা।

পার্কিংয়ের অব্যবস্থায় দুর্ভোগের শিকার পেট্রাপোল

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনার পেট্রাপোল এশিয়ার বৃহত্তম স্থল বন্দর। এক সময় এখানে পিডব্লিউডি'র পার্কিংয়ের মধ্যে প্রায় ১৬–১৭ শো পণ্যবাহী ট্রাক থাকত। এখন সেখানে সর্বসাকুল্যে প্রায় ৬–৭ শোতে এসেছে। এই বন্দর দিয়ে দৈনিক গড়ে প্রায় ৪০ কোটি টাকার ব্যবসা করে ভারত সরকার। সম্প্রতি রেলের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণের সিদ্ধান্ত ভারত সরকার ও রেল প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে গৃহীত হলেও তা এখনও কার্যকর হয়নি। এখনও অবশ্য আগের নিয়মেই রেলপথ দিয়ে পাথর, গম, ভুট্টা, ট্রাক্টর, লোহার বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সমূহই রপ্তানি হচ্ছে বলে রেলপুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। দৈনিক গড়ে একটি করে রেক যাচ্ছে বলে রেল পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়। সম্প্রতি সড়কপথে পিঁয়াজ রফতানিকে কেন্দ্র করে পেট্রাপোল স্থল বন্দরে একপ্রকার অচলাবস্থায়

সৃষ্টি হয়েছিল। পিঁয়াজ রফতানিতে রাজ্য সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করায় বেশ কিছু পিঁয়াজের ট্রাক ফেরত আসে। শুধু জরুরিকালীন ভিত্তিতে কয়েকটি ট্রাককে অনুমতি দেওয়া হয়। এর ফলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তবে পিঁয়াজ রফতানির ক্ষেত্রে সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি আছে বলে পেট্রাপোল বন্দর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

সীমান্ত পরিবহন মালিক সমিতির সম্পাদক অশোক দেবনাথ বলেন, 'বর্তানে সীমান্তে গাড়ি কম ঢুকলেও সমস্যা লেগেই আছে। শাসকদলের দাদাগিরি, পুরসভার পক্ষপাতিত্ব মূলক পার্কিং চার্জ সহ পুলিশি জুলুমবাজি অব্যাহত। এখন আবার তিন–চারদিন আগে থেকে শুরু হয়েছে দুর্গাপুজোর চাঁদা তোলা। গাড়ি অনুযায়ী গাড়ি প্রতি ২০০, ৩০০ বা ৪০০ টাকা পুজো চাঁদা ধার্য করা হচ্ছে।'

এরপর তিনের পাতায়

ভুয়ো সরকারি পরিচয় দিয়ে মাঠ দখল, ধৃত ৩

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : সরকারি অফিসারের ভুয়ো পরিচয় দিয়ে খেলার মাঠ দখল করতে এসে ধৃত তিন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, কেন্দ্রীয় সরকারের কাস্টমস ডিপার্টমেন্টের বোর্ড লাগানো একটা গাড়িতে এসে নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার লস্করপুরে মাঠ দখলের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালো। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার বিকেলে নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার লস্করপুর এলাকায়। এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা প্রতিবাদ চেষ্টা করেন। এদের মধ্যে ৩ জনকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। গাড়িতে মোট ৭ জন ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। এদের মধ্যে ১ জন মহিলাও ছিলেন। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁরা নবান্ন থেকে এসেছেন বলেও জানান । যার জমি তার কথামত সার্ভে করতে এসেছেন বলে জানান ধৃতরা। ঘটনার খবর পেয়ে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ এসে তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ধৃতরা কে বা কোথা থেকে কি কারনে ভুয়ো পরিচয় দিয়ে এইসব

জানান। উভয়পক্ষের তর্কাতর্কিতে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। শেষ পর্যন্ত স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে তারা পালানোর কান্ড ঘটাল তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। তবে পুরো ঘটনারই তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ।

আধমরা কমিশন ওষুধ অমিল

মানবাধিকার কাঁদছে

পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন
WEST BENGAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

নিজস্ব প্রতিনিধি : কবি সেই কবে বলেছিলেন, 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'। বিদেশি শাসনে নয় স্বাধীন ভারতবর্ষেও যে কবির এই আক্ষেপ সমান প্রাসঙ্গিক তা প্রমাণ করছে এ রাজ্যের মানবাধিকার কমিশন। বামফ্রন্ট সরকারের অনেক টালবাহানার পর সাধারণ মানুষের মানবাধিকার রক্ষায় এ রাজ্যে গঠিত হয় মানবাধিকার কমিশন। বিচারপতি মুকুল গোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্যামল সেন সহ অন্য বিচারপতিরা চেয়ারম্যান থাকাকালীন মানুষের মনে ছাপ ফেলেছিল এই কমিশন। মানবাধিকার কমিশনের নানা ঐতিহাসিক নির্দেশ তখন প্রায়ই খবরের শিরোনাম দখল করত। কিন্তু সে তো শাসক দল ও প্রশাসনের পক্ষে বেজায় অস্বস্তিকর। তাই এই কমিশনকে দুর্বল করার প্রক্রিয়া চলেছে অবিরত। এখনও তার অন্যথা হয়নি।

সরকারি প্রশাসন ও শাসক রাজনৈতিক দলের এই প্রচেষ্টা যে আজ সফল তা পরিষ্কার রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি গিরিশ চন্দ্র গুপ্তর চিঠিতে। স্বরাষ্ট্র দফতরে চিঠি দিয়ে তিনি জানিয়েছেন ২০১৬ সালের ডিসেম্বর থেকে তিনি কোনও ব্যক্তিগত সচিব পাননি।

এরপর তিনের পাতায়

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ২৬ সেপ্টেম্বর – ২ অক্টোবর, ২০২০

হাতে চাই কাজ

রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত সমস্ত সরকারি নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ থাকছে অর্থাৎ বাংলায় চাকরি প্রার্থীদের আরও বিড়ম্বনার মুখে পড়তে হবে। এমনিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমশ চাকরির জায়গা সংকীর্ণ হয়ে আসছে। বেসরকারি ক্ষেত্রেও বাংলার নিয়োগের হার সন্তোষজনক একেবারেই নয়। বাংলার দুর্বল অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সামনের বছরেই রাজ্যপাট দখলের লড়াই শুরু হবে। বাংলার আকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা। টেট পরীক্ষা থেকে শুরু করে নানা যোগ্য কর্মপ্রার্থী আজ আইন আদালতের জাঁতাকলে ঘুরপাক খাচ্ছে। বিভিন্ন পরীক্ষা স্বাভাবিক ভাবেই করোনার কারণে পিছিয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে কোনও মহল থেকেই চাকরি প্রার্থীদের বয়সের উর্দ্ধসীমা বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি মেলে নি।

বাংলার পরিবর্তনের সরকার একদা চাকরি প্রার্থীদের বয়সসীমা বাড়ালেও তারা মূলত সীমাবদ্ধ ছিল সংরক্ষিত আসনের জন্য। জাত পাতের এই দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ শুধু মাত্র সামাজিক বিভাজন নয় উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এক দুর্বল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। দেশে হাজার হাজার যোগ্য কর্ম প্রার্থীরা দিনের পর দিন শুধুমাত্র সরকারি পরিসংখ্যান হয়ে থেকে যাচ্ছে। ঘুষ নিয়ে চাকরি দেওয়ার ঐতিহ্য বাংলায় এখনও অনেকাংশেই অক্ষুন্ন। এই নিয়ে কমবেশি রাজনৈতিক দলগুলির যোগসাজশ থেকে থাকে। যখন যারা চেয়ারে বসেন তখনই তাদের রাবণ সুলভ ভাবমূর্তি প্রকাশ হয়ে যায়।

বাংলায় চাকরি প্রার্থীরা রাজনীতিকদের খেলার পুতুল হয়ে উঠুক এটাই চায় বর্তমান রাজনৈতিক দলের নানা পর্যায়ে ছোট মেজো নেতারা। বামফ্রন্ট আমলে শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে শুরু করে নানা স্তরে সরকারি নিয়োগ অধিকংশ ক্ষেত্রেই সরকারি নিয়োগ দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে হয়েছিল। সেসব আজ ইতিহাস। প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিরা যোগ্য সুযোগ পাক এটাই মঙ্গলকামী রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি হওয়া উচিত। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই বাংলাতেও নানা প্রতিশ্রুতির বন্যা বইলেও প্রতিশ্রুতির পরিসংখ্যান থেমে থাকেনি।

পশ্চিমবাংলায় করোনা, আমফান, ডিএ, স্যাটের নির্দেশ এগুলি অজস্র বেকার যুবক যুবতীদের মনে বিশেষ দাগ কাটে না। কর্মপ্রার্থীদের কর্মসংকোচনের এই বাজারে সৎ ভাবে বেঁচে থাকার জন্য যা করণীয় সে ব্যাপারে রাষ্ট্র ব্যবস্থা বহু ক্ষেত্রেই ব্যর্থ। প্রতিবছর পরীক্ষয় রেকর্ড ভাঙার সফলতা আর গগনচুম্বী নম্বর দেওয়ার প্রবণতা পরোক্ষে কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নানা নীতি, বিশেষ করে, বেসরকারী করণের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা দেশের শ্রম ও মেধাকে যথেষ্টভাবে অম্মান করে চলেছে। এ রাজ্যের কোনও কোনও মন্ত্রীও বেসরকারিকরণের স্বপক্ষে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখছেন। স্বল্প দিনের কাজের মাধ্যমে বহু মানুষের সাময়িক স্বস্তি মিললেল প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ তরুণীরা তাদের যোগ্যতা প্রমাণের ক্ষেত্রও খুঁজে পাচ্ছে না। এ প্রভাব সমাজের বিভিন্ন স্তরে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নানা অপরাধ, হতাশা, আত্মহত্যা, বিবাদ, খুনোখুনি সব কিছুর নেপথ্যে থাকছে অর্থনৈতিক কারণ। এই দুঃসময়ে সবার হাতে যাতে কাজ থাকে সেদিকেই জোর দেওয়া প্রয়োজন। এই বেকারত্বের সুনামী ভাসিয়ে দেবে রাজনীতিকদের গড়ে তোলা প্রতিশ্রুতির বাঁধ।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র আট

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ–
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথা–
তথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।।৮।।

অনুবাদ

এই প্রকার ব্যক্তি তত্ত্বত সর্বশ্রেষ্ঠ অদেহী, সর্বজ্ঞ, নিষ্কলঙ্ক, শিরাহীন, শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ এবং স্মরণাতীত কাল থেকে সকলের মনোবাঞ্ছা পূরণকারী স্বয়ংসম্পূর্ণ মনীষীকে জানতে পারেন।

তাৎপর্য

সম্পূর্ণভাবে ভগবৎ সম্বন্ধে বিস্মৃতিই জীবসমূহের সংসার বন্ধনের একমাত্র কারণ।

এই মন্ত্রে এবং অন্যান্য বৈদিক মন্ত্রে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে যে, অনন্তকাল থেকে ভগবান জীবকূলকে তাঁর প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করে আসছেন। প্রথমে জীব কোনও কিছু ইচ্ছা করে এবং ভগবান তার যোগ্যতা অনুসারে সেই বাসনার বিষয়গুলি সরবরাহ করেন। কোন মানুষ যদি প্রধান বিচারালয়ের বিচারক হতে চান, তা হলে তাঁকে শুধু বিচারকের গুণসম্পন্ন হলেই চলতে বা, তাঁকে বিচার বিধায়ক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের উপরেও নির্ভর করতে হবে। বিচারকের পদ গ্রহণের জন্য শুধুমাত্র যোগ্যতাই যথেষ্ট নয়। সেই পদ কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অবশ্যই লাভ করতে হবে। তেমনই, শ্রীভগবানও জীবনের যোগ্যতার অনুপাতে অথবা তার কর্মফল অনুসারে তাকে সুখ প্রদান করেন। কোন ব্যক্তি বিশেষের বাঞ্ছিত ফলপ্রাপ্তি শুধু তার যোগ্যতার উপরেই নিভর করে না, তাকে পরমেশ্বর ভগবানের করুণাও অর্জন করতে হবে।

সাধারণত জীব জানেই না ভগবানের কাছে কি প্রার্থনা করতে হবে কিংবা কোন পদ যাঞ্ছা করা বিধেয়। যখন জীব তার স্বরূপের পরিচয় পায়, তখন সে ভগবানের চিন্ময় প্রেমভক্তি সম্পাদনের জন্য তাঁর অপ্রাকৃত দিব্য সঙ্গ কামনা করে।

ফেসবুক বার্তা

প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ভারতের বাজারে অনুকূল সাড়া

পার্থসারথি গুহ

সাড়ে ১১ হাজারের কাছাকাছি কড়া নাড়ল ভারতীয় নিফটি। বুঝিয়ে দিল একটু অনুকূল জলহাওয়া পেলেই ভারতীয় সূচক স্থিতিশীল হয়ে উঠবের। কিছুদিন আগেও ১২,২০০-র ওপর নিফটি আর ৪১ হাজারের ওপর সেনসেক্সের অবস্থান সাফ বুঝিয়ে দিয়েছে ভারতের আর্থিক অবস্থা মোটেই তেমন খারাপ নয়। শক্তিশালী একটা শাসন ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ না থাকলে এভাবে ভারতীয় শেয়ার বাজারের লাগাতার বেড়ে চলা সম্ভব নয়। তারপর অবশ্য সামান্য কারেকশনে এসে ফের ১১ হাজারের কাছে ভারতীয় নিফটি সূচক।

যদিও বিরোধীরা শেয়ার বাজারের বৃদ্ধির সঙ্গে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কোনও যোগসূত্র পাচ্ছেন না। ঘুরিয়ে অর্থবাজারের এই রমরমার পিছনে অপারেটর নির্ভর চালাকির কথা তুলে ধরছেন তারা। কিন্তু বিদেশি আর্থিক বিশেষজ্ঞ সংস্থা মর্গ্যান স্ট্যানলি, মুডিজ যে ভারতীয় বাজারকে লেটার মার্কস দিচ্ছেন তা তো আর অস্বীকার করা যায় না। যে বিদেশিরা কোনও দেশের সে আর্থিক ভিত মজবুত না হলে লগ্নি করেন না তাদের ভারতের অর্থবাজারের প্রতি এত আগ্রহ তো আর এমনি এমনি গড়ে ওঠেনি। নিশ্চিতভাবে ভারত বিদেশি লগ্নিকারীদের কাছে একটা বড় গন্তব্য হয়ে উঠেছে।

সেই প্রেক্ষাপটে অন্যতম বড় কারণ হয়ে উঠেছে চিনের বৃদ্ধি থমকে যাওয়া। চিনের সর্বনাশ কার্যত ভারতের বাজারে পৌষমাস হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। অনেকে বলেন বিদেশি লগ্নিকারীরা হল পরিযায়ী পাখির মতো। কখন

তাদের বিনিয়োগ তুলে নেবেন তার গ্যারান্টি নেই। সেক্ষেত্রে বলতে হবে ভারতীয় ফান্ডগুলির সাবালক হয়ে ওঠা দেশের অর্থবাজারের বড় প্রাপ্তি। বিশেষ করে গত ২ বছর ভারতীয় শেয়ার বাজারের এই ব্যাপক উত্থানের পিছনে সবথেকে বড় ভূমিকা নিতে দেখা গিয়েছে ডোমেস্টিক ফান্ড বা এলআইসির মতো অগ্রনী সংস্থাকে। তাও বিদেশি লগ্নিকারীদের আস্থা ছাড়া এই বৃদ্ধি ধরে রাখা যেত না বলে অভিমত শেয়ার বিশেষজ্ঞদের।

চিনের খারাপ অবস্থা ছাড়াও দেশে স্থায়ী সরকারের অবস্থান, আর্থিক উদারিকরণের পথে কেন্দ্রীয় সরকারের সচেষ্ট থাকা সবকিছুই অনুঘটকের কাজ করেছে। তাছাড়া জিএসটি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে যতই চাপানাউতোর থাকুক না কেন, একে লগ্নিকারীরা যে ভালচোখে দেখছেন তাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। বস্তুত এতকিছুর যোগফল ভারতীয় শেয়ার বাজারের এই ক্রমোত্থান। যা আগামী ২–৩ বছর জারি থাকার সম্ভাবনা প্রবল। সেক্ষেত্রে ভারতীয় সূচক জোর নিফটি ও সেনসেক্সের যথাক্রমে ১৬ হাজার ও ৫০ হাজার হয়ে ওঠাও অস্বাভাবিক নয়। এর চেয়ে বেশি হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

এখন প্রশ্ন উঠছে শেয়ার বাজার সম্পর্কে অন্ধকারটা কি পুরোপুরি কেটেছে বাঙালির মন থেকে। এই কথাটা সেজন্যই উঠছে সময়ের সঙ্গে যুগের সাথে তাল মেলালেও এখনও অর্থবাজার নিয়ে অনেকটাই অন্ধকারে গড়পড়তা বাঙালি। শেয়ার বাজার কী, খায় না মাথায় মাখে সেটাই তো পরিস্কার নয়। অনেকে তো বেমালুম একে জুয়ার আড়ত বলে

আখ্যা দিয়ে দেন। অদ্ভুত এক প্রশান্তি লাভ করেন শেয়ার বাজার নিয়ে চারটি গাঁজাখুরি তথ্য তুলে ধরে। যারা শেয়ার বাজারকে নিয়ে এত কটুক্তি করেন তারাই আবার চিটফান্ডে টাকা রেখে ফেঁসে গিয়েছেন এমন উদাহরণও কিন্তু ভুরি ভুরি। তারা একবারও ভেবে দেখেন না শেয়ার বাজার কিন্তু ভারত সরকার অনুমোদিত। হয়তো সেখানে অনেক আজে বাজে কোম্পানির শেয়ার ফাঁকতালে গছিয়ে গিয়েছে সেখানে। কিন্তু, পাশাপাশি প্রচুর সংস্থা রয়েছে যারা চুটিয়ে মাথা উচু করে ব্যবসা করে চলেছে। বছরের পর বছর একেকটা ত্রৈমাসিকের দুর্দান্ত পারফরমেন্স, ভাল ব্যবসা ধরে রাখা, ঠিকঠাক অর্ডার পাওয়া ইত্যাদি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এরা শেয়ার বাজারে আইকন হয়ে উঠেছে। পোশাকি ভাষায় এদের বলা হয় ব্লু চিপ শেয়ার। এদের কাজের দক্ষতার নিরিখেই এরা অভিজাত

হয়ে উঠেছে শেয়ার বাজারে। সেজন্যই শেয়ার বাজারে পা রাখা ইস্তক বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন ধারাবাহিকতায় সেরা এইসব ব্লু চিপ শেয়ার কিনতে। ইনফোসিস, টিসিএস, আইটিসি, এইচডিএফসি, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, টাটা স্টিল, হিন্দুস্থান উইনিলিভার, ডাবর প্রভৃতি বেশ কিছু নাম আছে যাদের শেয়ার কিনলে আপনি চোখ বুজে থাকতে পারেন। অনেকটা ফিক্সড ডিপোজিটের মতো ব্যাপার আর কি। বলাবাহুল্য, ফিক্সড ডিপোজিটের চেয়ে লাভের পরিমাণও এখানে অনেকটা বেশি।

নদী ভাঙনে নাজেহাল কোচবিহার

নিজস্ব প্রতিনিধি : নদী ভাঙন সমস্যা এক ভয়াবহ আকার নিচ্ছে কোচবিহার জেলায়। আর এই ভাঙন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না সেচ দপ্তর বলে অভিযোগ। সরকারি উদাসীনতায় এই মুহূর্তে প্রবল উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটছে এই ভাঙন কবলিত এলাকার অসহায় মানুষের।

ক'দিন ধরে চলা একটানা বৃষ্টির ফলে ধরলা নদীর জল বাড়তেই নদী ভাঙন ক্রমেই ভয়াবহ আকার ধারণ করায় বিপাকে পড়েছেন জেলার দিনহাটা মহকুমার বড়শৌলমারি মদনাকুড়া এলাকার বাসিন্দারা। এমনকি ব্লক প্রশাসনের কাছে একাধিকবার আবেদন জানান হলেও কোনো কাজ হয়নি।

তারা জানান, ভাঙন ক্রমেই ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। কোনভাবেই ভাঙন ঠেকানো যাচ্ছে না। ইতিপূর্বে বহু কৃষি জমি তলিয়ে গেছে নদীগর্ভে। এই পরিস্থিতিতে তাদের জমিজমা সহ বসভিটা ভাঙনের কবলে পড়ায় তারা বাড়িঘর ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছেন অন্যত্র। বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে তাদের জীবন জীবিকা।

দিনহাটা ১নং ব্লকের বিডিও শৌভিক চন্দ বলেন,বড়শৌলমারি এলাকায় নদী ভাঙন রোধ করতে

আপৎকালীন ভিত্তিতে সেচ দফতরের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

নদী ভাঙনে ইতিমধ্যে এলাকার বেশ কিছু জমি নতুন করে নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। যার ফলে অনেকেই আতঙ্কে ভুগছেন। নদী পাড় এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ভাঙন ক্রমেই যেভাবে বেড়ে চলছে, তাতে হয়তো তাদের বসতবাড়ি কিংবা জমি দ্রুত গ্রাস করে ফেলবে নদী। তাই ভাঙনরোধে প্রশাসনের কাছে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানান তারা। ইতিপূর্বে বছর দুয়েক আগে পাথর দিয়ে ৮০০ মিটার পাড় বাঁধানো হয়েছিল। কিন্তু গত দুদিনের বৃষ্টিতে সেই পাথর নদীর স্রোতে ভেসে যেতে শুরু করেছে। আরো ৫০০মিটার বাঁধের কাজ শুরু করার কথা থাকলেও কোনো কারণবশত সেটা শুরু না হওয়ায় এই এলাকায় ভাঙন শুরু হয়েছে অতি মাত্রায়। এই ভাঙন শুরু হলেও এখনও দেখা মেলেনি ব্লক প্রশাসনের আধিকারিক সহ অন্যান্য আধিকারিকদের।যার ফলে বাসিন্দাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে সীমাহীন ক্ষোভ।

দিনহাটা ১নং ব্লকের বড়শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সিঙ্গিমারী মদনাকুড়া , কাওরাই, মদুনাকুড়া ঘাট এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে দুলাল মিঁয়া, আনোয়ার হোসেন , মঞ্জুয়ারা বেগম, নাড়ু বিশ্বাস প্রমুখরা জানান, এভাবে ভাঙন চলতে থাকলে খুব দ্রুত বড়শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা নদীগর্ভে চলে যাবে। এলাকায় ভাঙন প্রতিরোধে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেচ দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও কাজের কাজ হয়নি কিছুই।

বড়শৌলমারি মদনাকুড়া গ্রামের বাসিন্দারা জানান, তাদের গ্রামের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে ধরলা নদী।। নদী ভাঙন রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হলেও কোন পদক্ষেপ এখনও পর্যন্ত নেওয়া হয়নি বলে বাসিন্দাদের অভিযোগ। ভাঙন আটকাতে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতি

একই ভাবে মাথাভাঙা ১নং ব্লকের জোরপাটকি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ধরলা নদীর ভাঙনে দিশেহারা গ্রামের বাসিন্দারা। গ্রামবাসীরা জানান, নদীর জল বাড়ার ফলে অনবরত ভাঙছে নদীর পাড়। এরফলে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন তারা। অভিযোগ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের জানালেও কোনও কাজ হচ্ছে না। তারা শুধু আশ্বাস দেন, কোনও কাজ করেন না।গ্রামবাসীরা জানান, নেন্দা গ্রামে মাস খানেক আগে নদীর জল বাড়ায় ধরলা নদীর ভাঙনে ইতিমধ্যেই নদীর গ্রাসে চলে গিয়েছে প্রায় ২৫ টি বাড়ি। এছাড়াও বহু চাষের জমি ও নদী গর্ভে গেছে। আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন এলাকার বহু পরিবার। দ্রুত পাড় বাঁধ নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। তারা বলেন, দ্রুত পাড় বাঁধ নির্মাণ না হলে আগামীতে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে গোটা গ্রাম।

অন্যদিকে নদীর পাড় বাঁধ ভাঙনে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তুফানগঞ্জ ১নং ব্লকের দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঝলঝলি গ্রামের সরকার পাড়ার বাসিন্দারা। গদাধর নদীর পাড় বাঁধের প্রায় ৫০ মিটার ভেঙে পড়ায় জলমগ্ন হয়ে পড়েছে সংশ্লিষ্ট এই এলাকা। কয়েকশো বিঘা জমি চলে গেছে বন্যার জলের নিচে। বহু বাড়িতে ঢুকে পড়েছে জল। এক চরম সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রায় শতাধিক পরিবার। বাড়ির শিশুদের পাশাপাশি গবাদি পশুদের সাথে নিয়ে উঁচু জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন তারা। এই প্লাবন কবলিত এলাকার অসহায় মানুষেরা বারবার প্রশাসনের সাহায্য চাইলেও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাননি তারা। খোলা আকাশের নিচেই পরিবারের শিশু এবং গবাদি পশুদের নিয়ে দিন রাত যাপন করতে হচ্ছে তাদের।

তন্তুবায়দের জন্য মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : মেক ইন ইন্ডিয়া কর্মসূচির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হস্তচালিত তাঁত এবং তার উৎপাদিত সামগ্রী। আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের মাধ্যমে দেশের সংস্থা অনলাইনের মাধ্যমে হস্তচালিত তাঁত থেকে উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি করার কাজে যুক্ত হয়েছে। #Voc-al4handmade সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ষষ্ঠ জাতীয় তন্তুবায় দিবসে

অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য কেন্দ্র বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। অতি ক্ষুদ্র,ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পোদ্যোগ গোষ্ঠী সহ বিভিন্ন শিল্পকে ঋণের মাধ্যমে সাহায্য করার জন্য নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তন্তুবায় এবং কারিগররা তাঁদের ব্যবসা–বাণিজ্য আবার শুরু করার জন্য এর থেকে সাহায্য নিতে পারেন। এই বিশেষ প্যাকেজের পাশাপাশি বস্ত্র মন্ত্রক একগুচ্ছ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারি দপ্তর এবং সংস্থাগুলিতে সরাসরি উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রির জন্য বৈদ্যুতিন প্রক্রিয়ায় লেনদেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২৩টি ই–কমার্স দেশে উৎপাদিত পণ্যর প্রচার শুরু হয়েছে। তন্তুবায় সম্প্রদায়কে সাহায্য করার জন্যই এই উদ্যোগ।

কোভিড মহামারীর কারণে এই মুহূর্তে মেলা বা প্রদর্শনীর মতো অনুষ্ঠান আয়োজন করা সম্ভব নয়। সরকার তাই অনলাইনের মাধ্যমে আমাদের তন্তুবায় এবং হস্তচালিত তাঁত শিল্পীদের উৎপাদিত সামগ্রী বাজারজাত করার উদ্যোগ নিয়েছে। ইন্ডিয়ান টেক্সটাইল সোর্সিং ফেয়ার ৭, ১০ এবং ১১ আগস্ট আয়োজন করা হয়েছিল। এখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ২০০র বেশি অংশগ্রহণকারী তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রী আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে দেখিয়েছেন। এমআইএফটি–র মাধ্যমে তন্তুবায়দের জন্য নকশার ধারণা দিতে ডিজাইন রিসোর্স সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়াও ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, কম্প্রিহেনশিভ হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট স্কিম, হ্যান্ডলুম উইভার্স কম্প্রিহেনশিভ ওয়েলফেয়ার স্কিম এবং ইয়ার্ন সাপ্লাই স্কিমের মাধ্যমে তন্তুবায়দের জন্য কাঁচামাল, তাঁত যন্ত্র এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশ কেনা, নকশার উদ্ভাবন, নানা ধরণের সামগ্রী তৈরি, পরিকাঠামো উন্নয়ন, দক্ষতা বিকাশ এবং বাজারজাত করার জন্য বিভিন্ন সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় ব্লক স্তরে ক্লাস্টার গড়ে তোলা, তন্তুবায়দের বাজারজাতকরণের সহায়তা, তন্তুবায়দের জন্য মুদ্রা যোজনা, হাতকর্ঘ সম্বর্ধন সহায়তা প্রকল্প, তন্তুবায়দের এবং তাঁদের সন্তানদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা, ইন্ডিয়া হ্যান্ডলুম' ব্র্যান্ড তৈরি এবং শহরাঞ্চলে আর্বান হাট'–এর মাধ্যমে তন্তুবায়দের উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন বস্ত্রমন্ত্রী স্মৃতি জুবিন ইরানী।

নতুন বস্ত্র বিতরণ করলেন দরিদ্র যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার সকালে প্রায় ৫৬ জন দরিদ্র অসহায় মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিলেন অপর এক দরিদ্র যুবক। আচমকা সাত সকালে নতুন বস্ত্র পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠলেন সাধারণ দরিদ্র মানুষজন থেকে থেকে ফুটপাথের ভিক্ষুকের দল। বছর ত্রিশের যুবক বিশ্বজিত মিশ্র। ক্যানিংয়ের কার্গিল পাড়ায় বসবাস করেন। পেশায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ । যাজনিক কাজ কর্ম করেই জীবিকা নির্বাহ করেন। ইদানিং করোনা আর লকডাউনে পুজোপাঠও প্রায় বন্ধ।

চরম সমস্যার মধ্যেও মঙ্গলবার সকালে ক্যানিং বাজার ও ষ্টেশন লাগোয়া দরিদ্র অসহায় মানুষের হাতে তুলে দিলেন নতুন বস্ত্র।যুবক বিশ্বজিত মিশ্রের এমন উদ্যোগ দেখে সাধারণ মানুষজন বাহবা জানিয়েছেন।

কেন এমন উদ্যোগ?এ প্রসঙ্গে বিশ্বজিত জানিয়েছে করোনা আর আম্ফানে জর্জরিত সাধারণ দরিদ্র মানুষজন। দুবেলা দুমুঠো পেটের ভাত জোগাড় করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। অনেকেই আবার পেটের দায়ে বাধ্য হয়েই ভিক্ষাবৃত্তি পেশাকে অবলম্বন করেছেন। সেখানেও ভিক্ষা জুটছে না!পেটে ভাত নেই!তাঁরা নতুন বস্ত্র পাবে কোথায়?বস্ত্র দুরঅস্তঃ!নোংরা জরাজীর্ণ বস্ত্র পরিহিত মানুষগুলো কে দেখে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। যার জন্য এই সমস্ত দরিদ্র অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিয়েছি।'

১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার জাল নোট ও ১৭টি সোনার বিস্কুট সহ গ্রেফতার ৯ দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বড়সড় সাফল্য পেল কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ ও এসএসবি।

অসমে পাচারের আগেই কোতোয়ালি থানার পুলিশ ও ১৭/২ এসএসবির তৎপরতায় উদ্ধার হল ১ কোটি ১৫ লাখ টাকা মূল্যের জাল নোট ও ১৭টি সোনার বিস্কুট।এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৯ জনের একটি দুষ্কৃতী দলকে।

পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার বিকেলে আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়া এলাকায় দুটি হাইস্পিড বাইক ও একটি সুইফ্ট গাড়ি দেখে সন্দেহ হয় ফালাকাটার ১৭/২ ব্যাটেলিয়ান এসএসবি–র আধিকারিকদের।তাঁরা আটকানোর চেষ্টা করলে দুষ্কৃতী দলটি পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু পিছু নেয় এসএসবি। এরপর কোচবিহার দিয়ে পালানোর সময় কোতোয়ালি থানার ডাউয়াগুড়ি এলাকায় দুষ্কৃতীদের

দলটিকে পাকড়াও করে কোতোয়ালি থানার পুলিশ ও এসএসবি।

জানা গিয়েছে, অসমের নম্বর প্লেট লাগানো সুইফ্ট গাড়িটিকে দুটি হাইস্পিড বাইক পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

গাড়ি ও বাইকের দুটিকে আটক করে তল্লাশি চালালে উদ্ধার হয় আনুমানিক ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার বেশি জাল ২০০০ ও ৫০০ টাকার নোট। একইসঙ্গে উদ্ধার হয়েছে ১৭টি সোনার বিস্কুট।

ধৃতদের জেরা করে এই চক্রের সঙ্গে জড়িত বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা করছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

আন্দোলনে অবসরপ্রাপ্ত পুরকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কোচবিহার : পুর ভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ ও পুর প্রশাসককে ডেপুটেশন কর্মসূচিতে সামিল হলেন এই পুরসভার অবসরপ্রাপ্তরা। কোচবিহার পুর পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে এদিন এই আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হন তারা। এদিন এই কর্মসূচি নেতৃত্ব দেন সংগঠনের নেতা বিকাশ সরকার মিহির চন্দ, বীরেশ্বর শুকুল রতীন্দ্র কুমার মিত্র প্রমূখ। এদিন প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করেই এই কর্মসূচিতে সামিল হন পুরসভার অবসরপ্রাপ্তরা।

পূর্বতন তৃণমূলী পুরবোর্ড এবং বর্তমান পুর প্রশাসনিক বোর্ডের চূড়ান্ত গাফিলতিতে কোচবিহার পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা অবসরকালীন প্রাপ্য থেকে আজও বঞ্চিত। পুর কর্তৃপক্ষের উদাসীন মনোভাবের জন্য অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা সংকটময় জীবনযাপন করছেন। গত প্রায় ৫বছর ৫মাস থেকে গ্র্যাচুইটির টাকা দেওয়া হচ্ছে না তাদের। পেনশনও অনিয়মিত। এ বিষয়ে বারবার পুর কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কাজের কাজ হয়নি কিছুই, তাই বাধ্য হয়েই এই আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছেন তারা বলে এদিন জানান সংগঠনের নেতারা। তারা বলেন, সেপ্টেম্বর মাস শেষ হতে চললেও এখনও পর্যন্ত আগস্ট মাসের পেনশন মেলেনি এই পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের। এক ভয়াবহ সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা। পেনশনের সামান্য টাকাতেই সংসার প্রতিপালিত হয় তাদের। নিজের এবং পরিবারের ওষুধ খরচও মেটাতে হয় এই টাকা থেকেই। বর্তমানে এখনও পর্যন্ত প্রাপ্য পেনশন না পাওয়ায় এক দুর্বিষহ যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে তাদের। বারবার কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরেও পুর কর্তৃপক্ষের নির্লিপ্ত ভূমিকায় স্তম্ভিত তারা। এর পাশাপাশি পেনশনারদের অন্যান্য দাবি পূরণের ক্ষেত্রেও চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে চলেছে এই পুরসভা।

শুধু তাই–ই নয়, এই পুরসভার অস্থায়ী কর্মচারীদের গত ৪ মাস থেকে বেতন দেওয়া হচ্ছে না। এমতাবস্থায় এই দরিদ্র অস্থায়ী পুর কর্মচারীগণ জীবন–জীবিকার প্রশ্নে গভীর সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। অর্ধাহার–অনাহার তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে পড়েছে। অবিলম্বে তাদের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়াটা একান্ত ভাবেই জরুরি। কিন্তু এক্ষেত্রেও পুরসভার কোনও হেলদোল নেই।

অশান্ত বাসন্তী ব্লকে বিধানসভার প্রার্থী নিয়ে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সঠিক সময়ে বিধানসভা নির্বাচন হতে এখনও ৬ মাস বাকি রয়েছে। ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচন কে পাখির চোখ করে শাসক,বিরোধী তাদের দলকে শক্তিশালী করে তুলতে ময়দানে নামার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। একে অপর কে টেক্কা দিয়ে যেনতেন প্রকারে ক্ষমতায় ফিরতে তৈরি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং মহকুমা এলাকায় ৪ টি বিধানসভা রয়েছে। এর মধ্যে সংখ্যালঘু,আদিবাসী অধুষ্যিত বাসন্তী ব্লক রয়েছে অন্ধকারাচ্ছন্ন। কারণ, বাসন্তী আছে সেই বাসন্তীতে। যেখানে সূর্যোদয়ের আগেই গোলাগুলি,বোমা বিস্ফোরণের বিকট শব্দে এলাকার সাধারণ মানুষের ঘুম ভাঙে।বিগত বামফ্রন্ট এর সময়কালে যেমন গোষ্ঠী বিবাদে খবরের শিরোনামে এসেছিল বাসন্তী। ঠিক তেমনই বর্তমানে বাসন্তী ব্লকের সেই অতীতের চরিত্রের কোনও রদবদল হয়নি।বর্তমানে প্রতিদিনই বাসন্তীর মাটিতে খুন,মারামারি,অগ্নিসংযোগ সহ অন্যান্য চিত্র পরিলক্ষিত।আগে সিপিএম বনাম আরএসপি লড়াই দেখা যেতো। আর বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের মাদার ও যুব তৃণমূল কংগ্রেস গোষ্ঠীকোন্দল চরম আকার ধারণ করেছে এই বাসন্তী ব্লকে।দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার বলা সত্ত্বেও বাসন্তীর কোনও পক্ষ শুনছেন না। ফলে খুন ,ঘর বাড়ি লুটপাট,ভাঙচুর আর বোমা ও গুলির শব্দে বাসন্তীর মানুষের প্রত্যহ ঘুম ভাঙে।অনেক হয়েছে ,আর নয়। বর্তমানে বাসন্তী ব্লকের আবাল,বৃদ্ধ বণিতা থেকে সকল স্তরের সাধারণ মানুষ চাইছেন এসবের অবসান হোক,শান্তি ফিরুক বাসন্তী।

২০১৬ সালে জয়ন্ত নস্কর চেয়েছিলেন, তাঁর ছোট ভাই অরবিন্দ নস্কর প্রার্থী হোক। সেই ভাবে তিনি তদবির করেছিলেন দলের উপর মহলে। কিন্তু দল থেকে জানিয়ে দেয় আপনাদের দুই ভাই এর মধ্যে একজন কে টিকিট দেওয়া হবে।ফলে গোসাবা বিধানসভা থেকে জয়ন্তবাবু বিধানসভার টিকিট পান। অন্যদিকে বাসন্তী ব্লকে শারীরিক ভাবে অসুস্থ গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর কে টিকিট দিতে বাধ্য হয়েছিল দল। ফলে বাসন্তী তার নিজস্ব স্বত্বা হারিয়ে ফেলে পরাধীন হয়ে গিয়েছে বলে বাসন্তীর সাধারণ মানুষের মতামত।এলাকার কোন ভূমিপুত্র বিধায়ক না হওয়ার ফলে পুরানো গোষ্ঠী জয়ন্ত নস্কর এর অধীন এবং নতুন যুব তৃণমূল গোষ্ঠী শওকত মোল্লার অধীনে চলে যায়।ফলে বাসন্তীতে কে কর্তৃত্ব কায়েম করবে তা নিয়ে দলের অন্দরে বিবাদ চরম আকার নেয়। আর সেই থেকেই গোষ্ঠী কোন্দল আরও চরম আকার ধারণ করে এই বাসন্তী ব্লকে।বর্তমানে ২০২১ এ বিধানসভা নির্বাচনে বাসন্তীর বিধায়ক গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত। ফলে তিনি বিধাসভা নির্বাচনে আর টিকিট পাবেন না এটা প্রায় একপ্রকার নিশ্চিত।সুত্রের খবর আর এই ঘটনা নিশ্চিত হওয়ায় বিধায়ক গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর তাঁর কোনও নিকট আত্মীয়ের জন্য সুপারিশ করছেন।অপর দিকে গোসাবার বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর চাইছেন নিকট কোনও আত্মীয়কে টিকিট দিক দল। অপরদিকে অন্যান্য বিধানসভা এলাকার কয়েকজন তৃণমূল নেতা বাসন্তী ব্লকে টিকিট পাওয়ার জন্য দলের উদ্ধর্তন নেতা নেত্রীর কাছে তদ্বির শুরু করেছেন। আবার বাসন্তী ব্লকের সাধারণ মানুষ চাইছেন বোমাগুলির লড়াই বন্ধ করতে এবং অগ্নিগর্ভ বাসন্তীতে শান্তি ফেরানোর জন্য বাসন্তী ব্লকের কোন এক ভূমিপুত্র বিধানসভা নির্বাচনে বিধায়ক হলে বাসন্তী ব্লকের পক্ষে মঙ্গল হবে।বহিরাগত হলে হিংসার আগুন জ্বলতেই থাকবে বলে তাঁদের দাবি। ফলে আর বহিরাগত কাউকে নয়, তাই বিধানসভা নির্বাচনের আগেই বাসন্তীর ভূমিপুত্র হিসাবে বেশকিছু নতুন নাম হাওয়ায় ভাসছে।

আবার বাসন্তীর অধিকাংশ মানুষের দাবি, ২০২১ এ নির্বাচনে লড়াই টা সহজ হবে না। কারণ একদিকে যেমন বিজেপির বাড়বাড়ন্ত অপর দিকে ৭ বারের বিধায়ক প্রাক্তন মন্ত্রী সুভাষ নস্করও বাসন্তীতে বামফ্রন্ট মনোনীত জোট প্রার্থী ,অন্যদিকে আব্বাস সিদ্দিকীর সংগঠনও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ফলে আগের মতো সহজ হবে না ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচন। লড়াইটা হবে হাড্ডাহাড্ডি। এছাড়াও শাসক দলের গোষ্ঠীবিবাদ চরমে থাকায় এলাকার মানুষের একটাই দাবি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হোক বাসন্তীর কোন এক পরিচিত গ্রহণ যোগ্য ভূমিপুত্র। আর তা না হলে অগ্নিগর্ভ বাসন্তীতে হিংসার দাবানল অব্যাহত রয়ে যাবে,আর শাসক দলের গোষ্ঠীকোন্দলের সুযোগে উঠে আসবে বিরোধী শিবির।

বাসন্তী ব্লক মূল তৃণমূল সংগঠনের নেতা মন্টু গাজী জানিয়েছেন, আগামী ২০২১ এ বিধানসভা নির্বাচনে দলের হয়ে এলাকার কোন ভূমিপুত্র নির্বাচনে লড়াই করলে সেটা বাসন্তী ব্লকের জন্য মঙ্গলজনক। তাছাড়া বাসন্তী ব্লকের তৃণমূল কর্মীদের রাজনৈতিক অভিভাবক অন্তরাত্মা জয়ন্ত নস্কর কিংবা আমাদের শ্রদ্ধেয় এবং আমার রাজনৈতিক পথপ্রদর্শক জেলাসভাপতি শুভাশিষ চক্রবর্তী এবং জেলার কো-অর্ডিনেটর মন্টুরাম পাখিরা যেমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন সেটাও বাসন্তী ব্লকের সাধারণ মানুষের কল্যাণ হবে। সর্বোপরি আমাদের সকলের পূজনীয় নেত্রী মমতা ব্যানার্জী বাসন্তীবাসীর জন্য যে মঙ্গলজনক সিদ্ধান্ত নেবেন সেই সিদ্ধান্ত আমরা নতমস্তকে মেনে নেবো।কারণ তিনি আমাদের জন্য ভাবেন এবং যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেটা বাসন্তী বাসীর পক্ষে মঙ্গল জনক হবে এটা আমার বিশ্বাস।তারপর এটা নিশ্চিত মমতাময়ী মা মমতা ব্যানার্জী তাঁর সন্তানদের জন্য কোনও অমঙ্গল করবেন না। সন্তানের জন্য মা আজীবন মঙ্গল কামনা করে থাকে এটা দৃঢ় বিশ্বাস।'

যুব তৃণমূল করার অপরাধে পুকুরে কার্বাইড

নিজস্ব প্রতিনিধি : এলাকায় যুব তৃণমূল কংগ্রেস করার অপরাধে পুকুরে কার্বাইড দেওয়ার অভিযোগ উঠলো তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার কাঁঠালবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শিমূলতলা এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। যদিও এই ঘটনার কথা অস্বীকার করেছেন এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে শিমূলতলা এলাকার বাসিন্দা যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সুলতান লস্কর। তিনি বাড়ির সামনে একটি পুকুরে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করেছেন।প্রায় ১২/১৪ কাঠা পুকুরে কুড়ি হাজার মনোপিয়া,২০০ রুপচাঁদ,পোনা এবং কালা ৪৮০ পিস সহ গ্লাসকাপ ও জাপানে পুঁটি মাছের পোনা পুকুরে ছেড়েছিলেন। অভিযোগ মঙ্গলবার রাত সাড়ে নটা নাগাদ স্থানীয় জনা তিনেক যুবক তাঁর পুকুরে কার্বাইড ফেলে। রাতের অন্ধকারে তাড়া করে ধরতে গেলে পালিয়ে যায়।বুধবার সকালে উঠে দেখেন পুকুরের সমস্ত চারা

মাছ মরে ভেসে উঠেছে।এ বিষয়ে বাসন্তী থানায় স্থানীয় তিন যুবকের নামে অভিযোগও দায়ের করেছেন সুলতান লস্কর। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।এই ঘটনায় বাসন্তীতে তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দল আবার ও প্রকাশ্যে চলে এল বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

গোসাবায় কুসংস্কারের বলি গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাপে কামড়ানোয় কুসংস্কারের বলি হলেন এক গৃহবধূ। মৃতের নাম শ্যামলী সরদার(২৫)। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে গোসাবা ব্লকের পাঠানখালি গ্রামে।অন্যান্য দিনের মতো শুক্রবার রাতে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়েছিলেন গৃহবধূ শ্যামলী সরদার। রাত দুটো নাগাদ বিছানার মধ্যে তাঁকে কালাচ সাপ কামড় দেয়। সাপে কামড়েছে বুঝতে পেরেই তিনি তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ঘটনার কথা খুলে বলেন। পরিবারে লোকজন গৃহবধূকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে স্থানীয় পরিচিত এক গুণীনের বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে দীর্ঘক্ষণ চলে গুণীনের কেরামতি। এদিকে রাত কেটে ভোর হয়ে গেলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন এই গৃহবধূ।এমন কি মৃত্যু হয়েছে বুঝতে পারে গুণীন বাবাজী।সমস্যা হতে পারে এবং বেগতিক বুঝে গুণীন গৃহবধূ পরিবারের সদস্যদের কে জানায় এবার হাসপাতালে নিয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। গুণীনের পরামর্শ অনুযায়ী দীর্ঘ প্রায় ৬ ঘন্টা সময় অতিক্রম করে শনিবার সকাল আটটা নাগাদ মৃত গৃহবধু কে চিকিসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমরেন্দ্র নাথ রায় গৃহবধু কে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আর গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে জানতে পেরে পরিবারের সদস্যরা শোকে ভেঙে পড়েন। অন্যদিকে ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে।

ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্পবিশেষজ্ঞ চিকিসক সমরেন্দ্র নাথ রায় বলেন, ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা সহ একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমগ্র রাজ্য জুড়ে সাপে কামড়ানো নিয়ে সাধারণ মানুষজনদের সচেতন করে চলেছেন। তা স্বত্বেও সাপের কামড়ে ওঝা–গুণীনের দাপটে একের পর এক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে চলেছে।এমন চলতে থাকলে সাপের কামড়ে মৃত্যুর ঘটনা বেড়েই যাবে। তিনি আরো বলেন এই মুহূর্তে পঞ্চায়েত এবং স্থানীয় প্রশাসন কে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে স্থানীয় ওঝা–গুণীনদের কে এই সমস্ত কাজ থেকে বিরত করা ,প্রয়োজনে ওঝা–গুণীনদের বিরুদ্ধে কঠো ব্যবস্থা নেওয়া। তাহলে দাপট কমবে এদের এবং সাপের কামড়ে মৃত্যু ঠেকানো সম্ভব হবে।

৬টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ৩২ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপন সুত্রে খবর পেয়ে দুটি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালায় বারুইপুর পুলিশ জেলার কাশীপুর থানার

পুলিশ। তল্লাশি অভিযানে পুলিশ ৬ টি আগ্নেয়াস্ত্র,৩০ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে। পাশাপাশি ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে মাজেদ মোল্লা,আরাবুল ইসলাম মোল্লা,শাহিনুর খান নামে তিনজন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, কাশীপুর থানার মাঝেরহাট ও রঘুনাথপুর এলাকায় দুষ্কৃতীরা বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র মজুত করছে বলে গোপন সুত্রে খবর পায় কাশীপুর থানার পুলিশ। বুধবার ভোর রাতে রাতেই পৃথক ভাবে দুটি এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশ।

তল্লাশি অভিযানে মাঝেরহাট থেকে ৫ টি পাইপগান ও ৩০ রাউন্ড কার্তুজ সহ মাজেদ মোল্লা,আরাবুল ইসলাম মোল্লা কে গ্রেফতার করে। অপরদিকে রঘুনাথপুর থেকে একটি একনলা বন্দুক ও দু রাউন্ড গুলি সহ শাহিনুর খান নামে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে পুলিশ।কাশীপুর থানার পুলিশ মঙ্গলবার রাতে বড়সড় সাফল্য পাওয়ার পর দুষ্কৃতীরা কোথা থেকে এই সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র এনেছিল, তা কোথায় নিয়ে পাচার করা হয় পাশাপাশি আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আসছে জঙ্গি ও মাদক

প্রথম পাতার পর

২০১৮ সালের শেষ দিকে এ রাজ্যে শুধু রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের বলি হয় সিবিআই। সেসময় পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রত্যাহার করে নিয়েছিল সিবিআই তদন্তের জেনারেল কনসেন্ট। তখন মনে হয়েছিল কিছু আমলাকে বাঁচাবার জন্য এই পদক্ষেপ। কিন্তু রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ কাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে তা ক্রমশ প্রকাশ হচ্ছে হাইকোর্টের নির্দেশে। ধরা পড়েছে বিএসএফ কর্তা সতীশ কুমার থেকে এনামুল হকের মত গরু, সোনা ও মাদক পাচারকারী। না, আর শুধু রাজনীতিকদের উপর সব কিছু ছেড়ে রাখলে চলবে না। এগিয়ে আসতে হবে আপামর দেশবাসীকে। জঙ্গিদের হাত থেকে নিজের সন্তানদের বাঁচাতে এগিয়ে আসতে হবে বাবা–মায়েদের। দারিদ্রতার কারণে নিজের ফুটফুটে মেয়েটাকে পাচারকারীদের প্রলোভনের হাত থেকে বাঁচাতে হবে অভিভাবকদেরই। অর্থের লোভ বিসর্জন দিয়ে দেশের গো–সম্পদকে বাঁচাতে এগিয়ে আসতে হবে গ্রামবাসীদের। সর্ষের মধ্যেই যেখানে ভূত সেখানে সীমান্ত জুড়ে নজরদারির দায়িত্ব তুলে নিতে হবে দেশবাসীকেই। রুখে দিতে হবে জঙ্গি–জেহাদিদের মগজ ধোলাইয়ের কারবার। দেশের স্বাধীনতা–সার্বভৌমত্ব রক্ষার এ এক নতুন সংগ্রাম। শপথ নিন। লক্ষ্য রাখুন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতবাদে গুলিয়ে না যায় দেশ বাঁচানোর অঙ্গীকার।

তাদেরই মজুরি সামান্য

প্রথম পাতার পর

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও এ বিষয়টির প্রতি অবগত আছেন। কলকাতা শহরের পথে একাধিকবার তিনি এই সাফাইকর্মীদের সঙ্গে দেখা করেছেন, ঝটিকা সফরে। তিনিই তাদের ঝাড়ুর হাতল নিজের স্যানিটাইজার দিয়ে স্যানিটাইজ করে দিয়েছেন। দেখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে ঝাঁট দিতে হবে। পুরসংস্থার জঞ্জাল সাফাই দফতর সূত্রে খবর, কর্মচারীদের মজুরি, কোভিড সুরক্ষা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে এই কর্মীদের মধ্যে। এদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেই জানতে পারবেন এদের মধ্যে অনেকেই আছেন উচ্চশিক্ষিত। উঁচু ডিগ্রিওয়ালা মেধাবী ছাত্র। কোনও কাজ না পেয়ে বসে না থেকে এই রাস্তাঘাট সাফাইয়ের কাজকে আয়ের হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিয়েছেন। পুর জঞ্জাল সাফাই দফতর সূত্রে খবর, কলকাতা শহরে কাজ বেড়েছে। তার ওপর কোভিড নাইন্টিনের কারণে সাফাইয়ের কাজ বাড়ছে। সেই অনুপাতে কর্মী কিন্তু অনেক কম। আর সাফাইকর্মী নেওয়ার উদ্দেশ্য কেবল শহরটাকে সাফসুতরো রাখাই নয়, কাজ হারানো ছেলেদের কিছু আয়ের সংস্থান করে দেওয়া। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামাঞ্চলের মতো শহরাঞ্চলের বেকারদের জন্য 'জাতীয় শহুরে কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প' চালু করতে চলেছে বলে বিশেষ সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে। তাতে বেকাররা কাজ পাবে আর শহরে কাজের চাপও কমতো অনেকের।

রাজনৈতিক কান্না দেখে

প্রথম পাতার পর

কমিশন চেয়েছিল কৃষকরা তাদের উৎপাদন মূল্যের উপর অন্তত ৫০ শতাংশ সহায়ক মূল্য পাক। তা না হলে উৎসাহ হারাবে কৃষক। ব্যাহত হবে খাদ্য নিরাপত্তা। কমিশন খতিয়ে দেখেছে ১৯৬১ সালে কৃষিক্ষেত্রে কর্মীর সংখ্যা ছিল ৭৫.৯ শতাংশ। যা ১৯৯৯–২০০০ সালে কমে দাঁড়ায় ৫৯.৯ শতাংশ। অর্থাৎ কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে কৃষি ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা বাড়াবার সুপারিশ করেছিল জাতীয় কমিশন।

স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশগুলি বিবেচনা করলে দেখা যাচ্ছে এবারের জোড়া কৃষি বিলে কমিশনের সুপারিশ কিছুটা হলেও কার্যকর হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগের রাস্তা খুলে দেওয়া হয়েছে। সহায়ক মূল্যের বৃদ্ধি হয়েছে। কৃষি মান্ডির বাধ্যতামূলক বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে কৃষক। এমনকি চুক্তি চাষেরও সুযোগ এনে দিয়েছে সাম্প্রতিক বিল দুটি। তবে এটা বলতেই হবে এখনও কৃষক কল্যাণের লক্ষ্যে পৌঁছতে অনেকটা পথ বাকি। এবার কৃষকরা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে ২০০৬ সালে কমিশন রিপোর্ট পেশ করা সত্ত্বেও তৎকালীন কংগ্রেস সরকার ৮ বছর ধরে কেন তা আলোচনার জন্য পেশ না করে ফেলে রেখে দিয়েছে। এখন বিরোধী আসনে বসা সেই কংগ্রেসই দলবল জুটিয়ে কৃষকদের জন্য বেজায় কাঁদছে। যা দেখে দেশের কৃষককূল রীতিমতো অবাক। স্বাধীনতার ৭০ বছরেও যারা কৃষকদের দিকে তাকালো না তারাই এখন কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করছে।

এই দ্বিচারিতার মুখোশ খুলে দিতে ২০০ কৃষক সংগঠনের যৌথ অল ইন্ডিয়া কিষাণ সংঘর্ষ সমিতি ২৫ তারিখ মাঠে নেমেছে মহারাষ্ট্রে। পঞ্জাব হরিয়ানায় যখন বিক্ষোভে নেমেছে বিরোধীরা তখন উল্টোপথে হেঁটে শেতকারি সংগঠনের শরদ যোশীরা পথে নামছেন বিলের সমর্থনে। তাঁরা চান এই বিলের মাধ্যমে কৃষকদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা শুরু হোক। তাঁদের দাবি এই প্রথম এদেশের কৃষককূল ভাবতে শিখল তাঁদের জমির ফসলের মালিক তাঁরাই। দাম ঠিক করে বেচার অধিকার তাঁদের। তাঁরা আরও চান এই জোড়া বিলের মাধ্যমে শেষ হোক ফড়ে রাজ ও মধ্যসত্ত্ব ভোগীর যুগ। সত্যি তা সম্ভব হবে কিনা তা অবশ্য ভবিষ্যৎ বলবে।

আধমরা কমিশন

প্রথম পাতার পর

এমনকি কমিশনে একের পর এক অফিসার অবসর ও বদলির কারণে চলে গেলেও সেসব পদ পূরণ হয় নি। বিচার বিভাগীয় সদস্য না থাকায় ব্যাহত হচ্ছে বিচার প্রক্রিয়া। তিনি আরও জানিয়েছেন যে কমিশনের এডিজি পদে দায়িত্ব নেওয়া এক এসপি বদলির নির্দেশ পেয়ে তাঁকে না জানিয়েই চলে গিয়েছেন। সেখানে আর কেউ আসেননি। অন্যান্য অফিসার ও কর্মীদের সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ণ আরও অভাবনীয়। অফিসাররা আসেন ইচ্ছামত, কর্মীরা খেলেন ক্যারাম। এমনকি ক্যারাম খেলার আওয়াজে বিঘ্ন ঘটে শুনানিতে। এই অচলাবস্থা কবে কাটবে তার রিপোর্ট চেয়ারম্যান চেয়ে পাঠিয়েছেন রাজ্য সরকারের কাছ থেকে। আদৌ তা আসবে কিনা সময়ই বলবে। তবে প্রশাসন সূত্রের জানা গিয়েছে এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

হাতির দাপটে জেরবার জঙ্গলমহল

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাতির তাণ্ডব অব্যাহত জঙ্গলমহল জুড়ে। গতকাল রাত থেকে এখনো পর্যন্ত ঝাড়গ্রামের তিনটি ব্লকের কয়েকশো বিঘা ধান এবং সব্জির ব্যাপক ক্ষতি করেছে দলটি। এই মুহূর্তে হাতির দলটি অবস্থান করছে খড়গপুর রেঞ্জের কলাইকুন্ডা বিটের দুধকুন্ডি এলাকায়। ৩০ থেকে ৪০ টি মতো সংখ্যায় হাতে রয়েছে এই দলটিতে। দলটিতে একাধিক বাচ্চা

থাকায় সহজে দলটির কাছে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না ।যদিও এই মুহূর্তে হুলা পার্টি ও বনদপ্তর এর কর্মীরা জঙ্গলের দিকে সরিয় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে এই দলটিকে। গতকাল রাতে প্রথমে হাতির দলটি হানা দেয় বেলিয়াবেড়া এলাকায়। সেখানে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ বিঘা জমির ফসল নষ্ট করে। এরপর ভোর রাতে ওই দলটি পৌঁছায় ঝাড়গ্রাম ব্লকের লোধাশুলি এলাকায়। সেখান থেকে ভান্ডারবিলা,আমতলীয়া সহ একাধিক জায়গায় ধান এবং সব্জির ব্যাপক ক্ষতি করে। গ্রামবাসীরা সেখান থেকে তাদেরকে সরানোর চেষ্টা করলে কলাইকুন্ডা বিট এলাকায় সরে যায় দলটি।এই মুহূর্তে সেই কলাইকুন্ডা জঙ্গল লাগোয় এলাকাতেই অবস্থান করছে হাতির দলটি। বনদপ্তর চেষ্টায় আছে যাতে দলটি আর জঙ্গল ছেড়ে গ্রামের মধ্যে না ঢুকতে পারে ।এভাবে বারবার হাতির হামলায় ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন চাষিরা। ক্রমশই ক্ষোভ বাড়ছে গ্রামবাসীদের মধ্যে। পাশাপাশি মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ২ নং ব্লকের পেটবিন্ধি অঞ্চলের জুনসোলা সহ বাঘুয়াশোল ও খুদমরাই মৌজায় চাষের জমিতে দাপিয়ে বেড়ালো ৩০ – ৩৫ টির একটি হাতির দল। মাথায় হাত ধান চাষিদের। স্থানীয়দের অভিযোগ, বেশ কয়েকদিন ধরে হাতির দলটি খাবারের সন্ধানে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে চাষের জমিতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আবার কখনো গ্রামের মধ্যে ঢুকে গৃহস্থের বাড়িতে হামলা চালাচ্ছে। গ্রামবাসীদের আরোও অভিযোগ, একসাথে ২৫ – ৩০ টি দলমার হাতির দল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে গোপীবল্লভপুর ২ নং ব্লক জুড়ে। এদিন প্রায় ৬০ থেকে ৭০ বিঘা মতো সবজি, ধান জমির ফসল নষ্ট করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের মাথায় বাজ পড়ার মতো অবস্থা।

পার্কিংয়ের অব্যবস্থায়

প্রথম পাতার পর

পেট্রাপোল ক্লিয়ারিং এজেন্ট ইউনিয়নের কর্মকর্তা ধৃতিমান পাল বলেন, 'একসময় এখানে ১৬–১৭শো গাড়ি থাকত। এখন প্রায় ৬–৭ শোতে এসেছে। এদিকে পার্কিংয়ের রাস্তাঘাট ভেঙেচুরে গেছে। কোনও সংস্কার হচ্ছে না দীর্ঘদিন ধরে। পার্কিংয়ে ঢোকার মুখে প্রায় এক হাঁটু জল জমে আছে। একারণে গাড়ি যেতে যেমন অসুবিধা হচ্ছে, তেমনই পাল্টিও হয়ে যাচ্ছে মাঝে মধ্যে। এখানে লাইসেন্স হোল্ডার ক্লিয়ারিং এজেন্ট রয়েছেন প্রায় ২০০ জন। আর তাদের সহযোগী হিসেবে আছেন আরও প্রায় তিন–চারশো। লকডাউনের পর ৭ জুন থেকে গাড়ি যখন চালু হল, তখন ২৪ ঘন্টার মধ্যে গাড়ি করার কথা হয়। কিন্তু সেখানে ৭–৮ দিন সময় লাগছে খালি করতে। এর ফলে রফতানিকারীদের এই ডিটেনশনের টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে। ফলে ড্রাইভারদের বাংলাদেশে থাকতে হচ্ছে। সেখানে রয়েছে ব্যাপকভাবে। পেট্রাপোলে পুরনো যে পার্কিংয়ের জায়গা ছিল সেখানে ইমিগ্রেশনের কাজ হওয়ার কারণে গাড়িগুলিকে অন্যত্র থাকতে হচ্ছে। সব মিলিয়ে পেট্রাপোলে পার্কিংয়ের অব্যবস্থার কারণে ড্রাইভার ও ক্লিয়ারিং এজেন্টদের ব্যাপক দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে।'

নাম পদবি পরিবর্তন

আমি সারদা গুপ্তা (স্ত্রী), অমিত কুমার গুপ্তা ও টিঙ্কু গুপ্তা (পুত্র) এবং অনিতা গুপ্তা (কন্যা), ঠিকানা ২/২০, স্যার গুরুদাস রোড, পোঃ + থানা – নারকেল ডাঙা, জিলা– কলকাতা ৭০০ ০১১। ভুলবশত আমাদের নথিপত্রে Kamal Shaw, Kamal Kumar Gupta, Kamal Gupta নামে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ০৭–০৩–২০২০, ব্যাঙ্কশাল কোর্ট মহানগর কলকাতা ১ম বিচারকের নিকট ঘোষণা করা হইয়াছে যে, এনারা একই ব্যক্তি অভিন্ন পদবি।

নোটিশ

ডায়মন্ড হারবার পৌরসভা এলাকায় বসবাসকারী সমস্ত পরিবারের স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগার আছে। এলাকার কোনও পরিবার এবং বিভিন্ন কারণে আগত ব্যক্তিরা উন্মুক্ত স্থানে শৌচ ত্যাগ করবেন না।

ডায়মন্ড হারবার পৌরসভা একটি উন্মুক্ত শৌচবিহীন পৌরসভা

ডায়মণ্ড হারবার শহরকে নির্মল এবং পরিচ্ছন্ন রাখুন

স্বাঃ পুর প্রশাসক

ডায়মন্ড হারবার পৌরসভা

নথিভুক্ত করার দাবি

অভীক মিত্র : কংগ্রেস বিধায়ক মিল্টন রশিদের নেতৃত্বে বীরভূম জেলার পরিযায়ী শ্রমিকদের 'গরিব কল্যাণ যোজনা'র পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের আওতায় নাম নথিভুক্ত করার দাবিতে ১৬ সেপ্টেম্বর রামপুরহাট ভাঁড়শালা মোড়ে পথসভা করা হয় । বীরভূম জেলা কিষান কংগ্রেস চেয়ারম্যান সৈয়দ কাসাফদ্দোজা, জেলা সম্পাদক গোপালচন্দ্র

দাস,রামপুরহাট শহর সভাপতি শাহাজাদা হোসেন (কিনু) সহ কংগ্রেস কর্মী সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন । ২১সেপ্টেম্বর কংগ্রেস কৃষক কিষান বিলের প্রতিবাদে গদাধরপুরে প্রতিবাদসভা ও বিক্ষোভ মিছিল করে । প্রধানমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয় । রাজ্য কিষান কংগ্রেস সম্পাদক সৈয়দ সিরাজ আলি,জেলা কিষান কংগ্রেস চেয়ারম্যান সৈয়দ কাসাফদ্দোজা,জেলা যুব সভাপতি অর্ঘ্য দাস,রামপুরহাট বিধানসভার যুব সভাপতি আঙ্গুর মিঞা সহ কংগ্রেস কর্মী সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন ।

গ্রেপ্তার বিজেপি নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৬ সেপ্টেম্বর টাউসিয়া গ্রামে আবাস যোজনার বাড়ি তৈরি প্রকল্পে জিও ট্যাগিং–র কাজ করার সময় এক পঞ্চায়েত কর্মীকে মারধরের ঘটনায় বিজেপি মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দে–কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ । সুশান্তের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে ১৭ই সেপ্টেম্বর মল্লারপুর থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করে বিজেপি । ২২ সেপ্টেম্বর মল্লারপুরে বনধ পালন করে বিজেপি । জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মন্ডল,রাজ্য কমিটির সদস্য অর্জুন সাহার নেতৃত্বে সকালে বনধের সমর্থনে মিছিল করে বিজেপি । মিছিলে অনেকের মুখে ছিলো না মাস্ক । বনধ সফল দাবি বিজেপির । অন্যদিকে, চন্ডীপুর বিস্ফোরণ কাণ্ডে বিজেপি কর্মী তরুণ ডোমকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ।

ধর্ষণে আত্মঘাতী ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯ সেপ্টেম্বর রাত্রি আটটা নাগাদ টিউশন থেকে ফেরার পথে মুর্শিদপাড়া গ্রামে নবম শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠলো স্কুল পিওন উৎপল মন্ডলের বিরুদ্ধে । অপমানে উৎপলের বাবার মুদি দোকান থেকে কীটনাশক কিনে খায় নির্যাতিতা । ২০ সেপ্টেম্বর ভোরে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যায় । ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এলাকায় । পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে । ২১ সেপ্টেম্বর রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে ধৃতকে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক । পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে মুরারই থানা । ২২ সেপ্টেম্বর বিধায়ক শ্যামলী প্রধান, এসএফআই জেলা সম্পাদক ওয়াসিফ ইকবালের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন ।

দুর্ঘটনায় মৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক অন্তসত্বাকে নিয়ে পরিবারের চার সদস্য 'নিশ্চয়যান' অ্যাম্বুলেন্সে করে চিনপাই থেকে দুবরাজপুর গ্রামীণ হাসপাতাল যাওয়ার পথে ২২ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ বার্ধেরশোলে ষাটনং জাতীয় সড়কে পাথরবোঝাই লরিকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে অ্যাম্বুলেন্সটি। দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া অ্যাম্বুলেন্স থেকে জখমদের উদ্ধার করে স্থানীয়রা সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে পাঠায়। অন্তসত্বা মহিলার বাবা সন্ন্যাসী বাগ্দী মারা যায়। বাড়ি চিনপাই গ্রামে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় অন্তসত্বা মহিলা বর্ধমানে চিকিৎসাধীন। ১০ সেপ্টেম্বর দুপুরে নলহাটি কলেজ মোড়ে পাথরবোঝাই লরির ধাক্কায় মৃত বেসরকারি ব্যাঙ্কের কর্মী আমোদপুরের সিদ্ধেশ্বর বাগ্দী ।

ওয়েবসাইটে মিউটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুর এলাকাস্থিত কোনও জমির বা বাড়ির কী চরিত্র তা জানতে এবার থেকে যেতে হবে কলকাতা পুরসংস্থার www.kmcgov.in এই ওয়েবসাইটে। ওই জমির মিউটেশন কী অবস্থায় রয়েছে? সম্পত্তি করের বিষয়টিই বা কী অবস্থায় তা ওই ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে। ১৯ সেপ্টেম্বর কলকাতার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম এই পরিষেবার সূচনা করেন। পরে তিনি বলেন, পূর্বে এ বিষয়ে সঠিক তথ্য জানা না থাকার ফলে অনেক মানুষই কলকাতাস্থিত বিভিন্ন জমি বা বাড়ি কিনে ঠকে যেতো। আগে সেই জমি পুরসংস্থার তথ্যভান্ডারে জলাশয় হিসাবে চিহ্নিত আছে কী না, বা অন্য কোনও জটিলতায় আটকে থাকা সম্পত্তি কী না? তাও জানা যাবে। এবার থেকে তা আর হবে না। পছন্দের ওই জমি বা বাড়ির 'অ্যাসেসি' নম্বর বা তার ঠিকানা বা কেস নম্বর ওই ওয়েবসাইটে দিলেই জানা যাবে ওই জমি বা বাড়ির বকেয়া সম্পত্তি কর কত? বা তা জমা করার 'লাস্ট ডিউ ডেট' কত ছিল? এরই সঙ্গে কলকাতাস্থিত কোনও বাড়ি বা জমির মিউটেশন করার ক্ষেত্রে আবেদন করার মাত্র সাত দিন বাদেই ওই আবেদন বর্তমানে কোন পর্যায়ে রয়েছে, ওই আবেদনের কী সমস্যা আছে, সমস্ত উত্তর এবার থেকে ওই ওয়েবসাইটে মিলবে। যেতে হবে অ্যাসেসমেন্ট কালেকশন ডিপার্টমেন্টে।

ডেঙ্গু নিধনে অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক দফতরের উদ্যোগে রাজ্যের সমস্ত পুরসভা ও পুরসংস্থাগুলিতে ২০ সেপ্টেম্বর থেকে 'ডেঙ্গু বিজয় অভিযান' নামে বিশেষ কর্মসূচির শুরু হল। আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতি ১৫ দিন অন্তর এই অভিযান করা হবে। সম্প্রতি নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয় দফতরের তরফ থেকে রাজ্যের সমস্ত পুরসভা (১১৮টি) ও পুরসংস্থাগুলিকে (৭টি) এ বিষয়ে চিঠি পাঠানো হয়। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে এদিন বেশিরভাগ পুরসভা ও পুরসংস্থা

বিভিন্ন ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি বা কো-অর্ডিনেটরদের নেতৃত্বে বিশেষ ডেঙ্গু দূরীকরণ অভিযান কর্মসূচি নেওয়া হয়। তাদের সঙ্গে ছিলেন জঞ্জাল সাফাই ও স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতরের কর্মীরাও তারা এলাকা ঘুরে জঞ্জাল সাফাই ও মশার লার্ভা নিধন করেন। এর পাশাপাশি ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে মানুষের কী করণীয় ও কীভাবে সচেতন থাকবেন সেই সম্পর্কিত লিফলেট নাগরিকদের মধ্যে নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম দক্ষিণ কলকাতার ৮২ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত 'চেতলা সেন্ট্রাল পার্ক' থেকে এই অভিযানের সূচনা করেন। নিজ ওই ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। কোথাও কোথাও বেলচা দিয়ে নিজের হাতেই ময়লা পরিষ্কার করেন ফিরহাদ হাকিম। উপস্থিত সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, টিকা আবিষ্কার হলে 'কোভিড নাইন্টিন' নির্মূল হয়ে যাবে। কিন্তু ডেঙ্গু নির্মূল করতে গেলে সচেতনতাই একমাত্র পথ। তাই মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ালেই নির্মূল হবে ডেঙ্গু। কলকাতাবাসী যদি আপনারা ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়ামুক্ত কলকাতা গড়তে চান তবে সপ্তাহের মাত্র একদিন নিজের বাড়ির চারপাশে জমে থাকা জঞ্জাল নিজেরাই পরিষ্কার করুন। কথাটি কলকাতাবাসীকে ২০ সেপ্টেম্বর সকালে জোড়হাতে বললেন কলকাতা মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। বেলচা হাতে নিয়ে চেতলা সেন্ট্রাল রোডের (মণি সান্যাল সরণি) ধারে পড়ে থাকা জঞ্জাল তুলে তা গাড়িতে ফেললেন তিনি। এবছর কলকাতায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কিছুটা বেশি কিন্তু ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব অনেকটাই ম্লান। তবুও মশাবাহিত রোগ মোকাবিলায় সারা রাজ্যের সঙ্গে কলকাতা পুরসংস্থাও এদিন 'ডেঙ্গু বিজয় অভিযান' নামক নতুন কর্মসূচির সূচনা করলো। পুরকর্তাদের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতাবাসীকে এই অভিযানে অংশীদার হওয়ার আহ্বান জানান ফিরহাদ হাকিম। প্রসঙ্গত, একই সঙ্গে কোভিড ও ডেঙ্গু এই দুই রোগের শিকার হয়ে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে এ রাজ্যে।

ডায়মন্ড হারবার পুরসভার মুকুটে নয়া পালক

নিজস্ব প্রতিনিধি : উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম করা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। এতে রোগ জীবাণু ছড়ায় এছাড়াও আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বচ্ছ ভারত মিশন ও রাজ্যে মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পের পরই বিভিন্ন জায়গায় গড়ে তোলা হয়েছিল কমিউনিটি

পাবলিক টয়লেট থেকে শুরু করে ইন্ডিভিজুয়াল ল্যাট্রিন। আর সেই কর্মে এবার শিলমোহর পেল ডায়মন্ড হারবার পুরসভা। ইতিমধ্যেই ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ইন্ডিভিজুয়াল ল্যাট্রিন করা হয়েছে ১৫৯৫টি, কমিউনিটি ল্যাট্রিন ১২টি, ও পাবলিক টয়লেট করা হয়েছে ১৫ টি, মানুষ যাতে কোনোভাবেই অসুবিধার মধ্যে না পড়ে সেই কথা মাথায় রেখেই ডায়মন্ড হারবার পুরসভার উদ্যোগে রায়পাড়া, কালীবাজার, ডায়মন্ড হারবার বাস স্ট্যান্ড অটো স্ট্যান্ড বিভিন্ন জায়গায় গড়ে তোলা হয়েছে এই শৌচালয় গুলি পাশাপাশি বিভিন্ন ওয়ার্ডের যেসব মানুষদের পাকাপাকিভাবে শৌচালয় করার কোনও নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না তাদের জন্য বাড়িতে বাড়িতে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে পার্সোনাল টয়লেট। আর এতে ডায়মন্ড হারবারবাসী থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত জনসাধারণের অনেকটাই সুবিধা হবে। তবে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল পর্যবেক্ষণ করে যান এই সমস্ত শৌচালয় গুলি এবং তারপরই তারা পাকাপাকিভাবে শৌচালয় মুক্ত ডায়মন্ড হারবার পুরসভার শিলমোহর দেন। আর এরপরই পুরসভার পক্ষ থেকেও একটি সচেতনতামূলক পথসভাও করা হয় যেখানে বিভিন্নভাবে মানুষকে সচেতন করা হয় বাইরে উন্মুক্ত জায়গায় শৌচকর্ম করলে কী কী অসুবিধা হতে পারে কেমনভাবে রোগ জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে পারে এই বিষয়ে সচেতন করা হয়। পাশাপাশি এও জানানো হয় কোনও ব্যক্তি যদি উন্মুক্ত স্থানে শৌচ কর্ম করেন তার জন্য প্রথমত তাকে ২০০ টাকা জরিমানা করা হবে এবং একই ব্যক্তি যদি দ্বিতীয় বার ওই একই কাজ করেন তাহলে ৫০০ টাকা জরিমানা করা হবে।

বাড়ছে মহিলাদের প্রতি ঘরোয়া হিংসা

মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোভিড-১৯ অতিমারীর কারণে লকডাউন শুরু হওয়ার পরই, জাতীয় মহিলা কমিশন (এনসিডব্লু), বৈদ্যুতিন মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে একটি বিজ্ঞাপনের প্রচার শুরু করেছে । এতে হিংসার শিকার হয়েছেন এমন যে কোনও মহিলাকেই এগিয়ে আসার এবং এটি রিপোর্ট করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে । এছাড়াও, মহিলা কমিশন, প্রচলিত পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি, ঘরোয়া হিংসার শিকার মহিলাদের অভিযোগ দায়েরে উৎসাহ দিতে গত ১০ এপ্রিল, ২০২০ একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর – ৭২১৭৭৩৫৩৭২ চালু করেছে। এনসিডব্লু'র নেওয়া এমন অতিরিক্ত উদ্যোগে, এমনকি বিগত কয়েক বছরে লাগাতার ঘরোয়া অত্যাচারের শিকার হওয়া মহিলারাও অভিযোগ জানাতে উৎসাহ পাচ্ছেন। অভিযোগ পাওয়ার পর, কমিশন, অত্যাচারিত মহিলা,পুলিশ এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়ের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। অ্যানেক্সার – I-এ জাতীয় মহিলা কমিশনে, ২০২০-র মার্চ থেকে ২০২০-র সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মাস-অনুযায়ী এবং রাজ্যভিত্তিক নারীদের বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসার বিরুদ্ধে সুরক্ষাদানের বিষয়ে নথিবদ্ধ পরিসংখ্যান তুলে

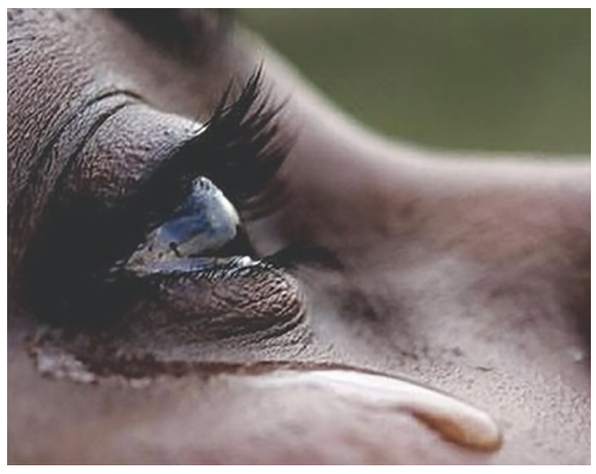

ধরা হয়েছে । অ্যানেক্সার – II-তে ২০২০ সালের মার্চ থেকে কমিশনে প্রাপ্ত / নথিবদ্ধ মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা সম্পর্কিত অভিযোগের হিসেব রয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের সপ্তম তফসিলে,'স্থানীয় পুলিশ' এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা' বজায় রাখার দায়িত্ব রাজ্যের হাতে দেওয়া হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণ, নারীদের প্রতি হিংসা প্রতিরোধ সহ নাগরিকদের জীবন ওসম্পত্তি রক্ষার মূল দায়িত্ব রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসনের । তা সত্ত্বেও, মহিলাদের সুরক্ষাকে উচ্চ অগ্রাধিকার দিতে, কেন্দ্রীয় সরকারও গত ছয় মাসে বেশ কয়েকটি উদ্যোগ নিয়েছে। এরমধ্যে, মহিলাদের সুবিধার্থ গৃহীত বিভিন্ন আইন যেমন- 'গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধ আইন, ২০০৫', ' যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন, ১৯৬১',' বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইন, ২০০৬ ' প্রভৃতির আওতায় মহিলাদের সহায়তা দিতে সরকার বিভিন্ন সাধারণগৃহ, আপৎকালীন তাৎক্ষণিক সহায়তা ব্যবস্থা (১১২),ওয়ান স্টপ সেন্টার (ওএসসি), সার্বজনীন মহিলা সহায়তা লাইন (ডাব্লুএইচএল), উজ্জ্বলা হোমস চালু করেছে। সংবেদনশীলতার পাঠ দিতে, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আধিকারিকদের জন্যও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে । কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী, স্মৃতি জুবিন ইরানি সম্প্রতি রাজ্যসভায় এক লিখিত জবাবে একথা জানিয়েছেন।

কোভিডে আয়ে ধাক্কা, বাজেটে লক্ষ্য উন্নয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থার প্রশাসক বোর্ড চলতি ২০২০-'২১ অর্থবর্ষের আগামী ছ'মাসের (অক্টোবর, ২০২০-মার্চ, ২০২১) জন্য ১৭০ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকার ঘাটতি বাজেট অনুমোদন করলো। এবং চলতি অর্থবর্ষের পরবর্তী ছ'মাসে কলকাতা মহানগরের জঞ্জাল সাফাই ও নিকাশি খাতে সবচেয়ে বেশি অর্থ বরাদ্দ করলো। কলকাতা পুরসংস্থার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম ২২ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় পুর ভবনে এই বাজেট পেশ করেন। বাজেটে আয় বরাদ্দ হয়েছে ৪,১২৭ কোটি ৭১ লক্ষ এবং ব্যয় বরাদ্দ ৪,২৯৮ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি অর্থ বরাদ্দ হয়েছে জঞ্জাল সাফাই বিভাগে মোট ৬০৬ কোটিরও বেশি। অন্যদিকে, সম্পত্তি কর

বাবদ ১,০৭৬ কোটিরও অধিক, বিজ্ঞাপন থেকে ৩২ কোটি ১৪ লক্ষ এবং গাড়ি পার্কিং-এ ২২ কোটি ৪ লক্ষ টাকা আয়ের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'কোভিডের কারণেই চলতি বছরে পুরসংস্থার আয় ধাক্কা খেয়েছে। তবে সম্পত্তি কর সহ সমস্ত খাতেই আয় ধীরে ধীরে বাড়ছে। আশা করি, প্রায় ১৭১ কোটি টাকার ঘাটতি বছর শেষে পূরণ করতে পারবো। এদিকে ১৮ সেপ্টেম্বর রক্সি সিনেমা হলে ওয়ার্ড কো-অর্ডিনেটরদের সঙ্গে প্রশাসকমণ্ডলীর 'সমন্বয় বৈঠকে' ১০ নম্বর বরো কো-অর্ডিনেটর তথা ৯৫ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কো-অর্ডিনেটর তপন দাশগুপ্ত বলেন, 'ইন্টিগ্রেটেড বরো স্কিম' ও 'কাউন্সিলরস এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে'র টাকা না মেলায় ওয়ার্ডের কাজ করা যাচ্ছে না। আমার ওয়ার্ডে পানীয় জলের তীব্র অভাব যদিও এবার বরো ইন্টিগ্রেটেড ফান্ডের বরাদ্দ তিন কোটি টাকা বাড়িয়ে ২১.৬০ কোটি হয়েছে। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে যে অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ করা হয়েছিল, ৩০ সেপ্টেম্বর তার মেয়াদ শেষ হচ্ছে।

ঝকঝকে ফ্রেমের অন্তরালে ঢাকা মলিন যাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সারা দেশব্যাপী করোনা ভাইরাসের মহামারীর এই কঠিন সময়ে পোষণ অভিযানের অন্তর্ভুক্ত শহরাঞ্চলের পিছিয়ে পড়া মলিন আদিবাসী বস্তি অঞ্চল যা একদা রাজ্যের নির্মীয়মান ফিল্মসিটি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কোতরং ইটভাটার সর্বহারা পরিবারগুলির অপুষ্টি ও কুপোষণ আক্রান্ত শিশু এবং মায়েদের মধ্যে এই কঠিন পরিস্থিতিতে বাচ্চাদের বৃদ্ধির সময়ে সঠিক দেখাশোনা, পুষ্টিবর্ধক আহার, অল্পবয়সে বিবাহ ও দৈহিক কার্য লিপ্ত হলে তার দুষ্পরিণাম সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের মহিলা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হুগলি জেলা চাইল্ড লাইন প্রকল্পের কর্তা অমিত সরকার এরং এক সহায়ক দিদি পোষণ মাস-২০২০ 'পুষ্টি আমাদের জন্মগত অধিকার' স্লোগানের সমর্থনে এই অঞ্চলের তিন প্রজন্মের বসবাসকারী মা ও শিশুদের মধ্যে শিক্ষা তথা স্বাস্থ্যের অধিকার অসাবধানতা ফলে জীবনে কী ধরনের দুষ্পরিণাম তথা বিপথগামী করতে পারে সেব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি দেওয়ার অনুরোধ নিয়ে জেলা চাইল্ড লাইন সদা সতর্ক তথা শৈশব যত্ন ও সুরক্ষার জন্য অঙ্গকারবদ্ধ যে কোনও সহায়তা প্রদানে দশ-নয়-আট নিঃশুল্ক নম্বরে অতি সহজে নির্দ্বিধায় নিঃসঙ্কোচে যে কেউ নিঃশুল্ক (1098) যোগাযোগ করলে অতিসত্বর উপযুক্ত সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন। জন্ম প্রমাণপত্রের অমিল নথির একটি সূচি প্রস্তুত করেন সংস্থা অধিকারিক। এই অঞ্চলটি বরাবরই বিদ্যালয়ছুট-বাল্যবিবাহের প্রাদুর্ভাবে প্রকটরূপ সর্বত্র দৃশ্যমান।এখনও দাই এবং ওঝার মত প্রাচীনতম প্রথা দুষ্পরিণাম শিকার হয়ে বিনা চিকিৎসা এবং জন্ম প্রমাণপত্রের অভাবে বস্তিগুলিতে এই কঠিন সময়ে তিনজনের মৃত্যু(একটি তের বছরের কিশোর সদ্য প্রয়াত) সরকারি খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের রেশনিং ব্যবস্থায় বেশিরভাগই

নাম নথিভুক্ত করে উঠতে পারেননি জটিলতার কারণে। নির্মল বাংলার হুগলি জেলার এই অঞ্চলে সদ্যোজাত থেকে অতিবৃদ্ধ অনধিক হাজার লোকের জনবসতির মানুষের কাছে আজ পর্যন্ত অনেকাংশে বিদ্যুত-শৌচালয়-পানীয় জলের মতো জীবনধারণের অতিপ্রয়োজনীয় সুবন্দোবস্ত না থাকায় আধুনিক-উন্নত শহর সভ্যতার বার্তা কালিমালিপ্ত করছে এরা অপারগ হয়ে। আধুনিক উন্নত প্রচলিত শহরীয় নগর সভ্যতার ধোঁয়া ধূলোহীন গ্যাসচুল্লির সংযোগের অভাবে নয়নভিরাম এতদ্ অঞ্চলের অন্তরায় অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র তথা স্বাস্থ্য প্রকল্পের-পোলিও শিবিরের সঠিক অবস্থানে না থাকায় এদের নিজস্ব সংস্কৃতি জীবন ধারন পদ্ধতি সমাজ অর্থনৈতিক পরিকাঠামো সম্পর্কে স্বেচ্ছাসেবীদের অজ্ঞতা এদের নিজস্ব পারম্পরিক ভাষা সংস্কৃতিক গোষ্ঠীর গণ্ডির মধ্যেই আবরুদ্ধ করে রেখেছে। এদের সুস্থ সভ্য উন্নত জীবনযাত্রা উপযোগী জীবিকার সন্ধান নগরনিগমের পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠী উন্নয়ন প্রকল্পের আধিকারিকরা এদের এখনও খোঁজ পায়নি তথা নিজস্ব জন্মগত প্রথাগত জীবিকা ইটভাটা শ্রমিকের অপারগতা এই সমাজবন্ধুরা আজ এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে মানবচক্ষুর আড়ালে আধুনিক উন্নত চাকচিক্যভরা নাগরিকসভ্যতার বিশালাকার মল-অট্টালিকার পিছনে মুখ লুকিয়ে এক চরম অস্তিত্ব সংকটের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য এদের অজ্ঞানতা-অসচেতনতা-অপরগতা এদের সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন এক কালাদ্বীপে নিক্ষেপিত হয়েছে। - এদের মুক্তিদশা আজ অন্যের মুখাপেক্ষী এক নতুন ভোরের আশায় অপেক্ষামান। সেদিন আসবে কবে।

গ্রন্থাগার খোলার বিষয়ে উদ্যোগী রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী অক্টোবর মাস থেকে যাতে রাজ্যের লাইব্রেরি গুলি যথাযথ কোভিড বিধিনিষেধ মেনে খোলা যায় সে বিষয়ে রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় চেষ্টায় রত রয়েছেন। যথাযথ জায়গায় আলোচনা করছেন। ১৯ সেপ্টেম্বর বেহালার সরসুনাস্থিত শতাব্দী প্রাচীন 'প্রতিভা টাউন লাইব্রেরি' (পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষিত গ্রন্থাগার) পরিদর্শনে এসে আলোচনা কালে তিনি একথা জানান। দীর্ঘ প্রায় সাড়ে ছ'মাস মহামারী কোভিড ভাইরাসের জন্য বিধিনিষেধের কারণে রাজ্যের সমস্ত গ্রন্থাগার বন্ধ হয়ে রয়েছে। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারগুলি কী অবস্থায় আছে? তা দেখতে স্থানীয় বিধায়ক শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় সরসুনাস্থিত এই সরকারি পাঠাগার পরিদর্শনে এলেন। উনি জানান এই লাইব্রেরিগুলি যাতে আবার খোলার ব্যবস্থা হয়। উনি সে বিষয়ে কথাবার্তা বলছেন। চেষ্টা করছেন এবং সুন্দরভাবে যথোপযুক্ত রূপে স্যানিটাইজের ব্যবস্থা করছেন। যাতে লাইব্রেরিগুলি আবার সাজিয়ে গুছিয়ে কিভাবে নিয়ম মতো খোলার ব্যবস্থা হয়, সে বিষয়ে চেষ্টায় রত রয়েছেন। কীভাবে কী করা যায়। এই প্রতিভা টাউন লাইব্রেরি (স্থাপন : ১৯০৬) তে এই এলাকার বিভিন্ন বয়সের গ্রাহক আছেন। তারাও যাতে সমস্ত রকম নিয়মকানুন মেনে যাতে লাইব্রেরিতে আসতে পারেন। সেজন্য পার্থবাবু চেষ্টা করছেন। প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকার এখনও রাজ্যের লাইব্রেরিগুলি খোলার অনুমোদন দেয়নি। পার্থবাবু লাইব্রেরিগুলি খোলার বিষয়ে রাজ্য প্রশাসকের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। কথা বলে লাইব্রেরিগুলি খোলার ব্যবস্থা করছেন। পুরাতন 'ম্যানেজিং কমিটি'র সদস্য স্থানীয় সমাজকর্মী ব্যক্তিত্ব কল্যাণ সেনগুপ্ত বলেন, রাজ্য সরকার প্রতিবছরই নতুন সিলেবাসের নবম-দ্বাদশ শ্রেণির বইপত্র যেভাবে আমাদের দিয়ে থাকে, সেভাবেই আমরা নিয়ে আসি। গল্পের ও স্থানীয় ইতিহাসের বইপত্র তো আছেই। এই লাইব্রেরিতে এক জন স্টাফ কম আছে। পার্থবাবু আরেকজন স্টাফ নিয়োগের বিষয়ও দেখছেন। গ্রন্থাগারিক অনিন্দিতা রায় অবসর গ্রহণের পর নতুন যিনি লাইব্রেরিয়ান আছেন। তিনি একই সঙ্গে কয়েকটি লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ানের দায়িত্বে আছেন। এবং নতুন নিয়মে এই লাইব্রেরির

জন্য একটা 'ম্যানেজিং কমিটি' গড়ার বিষয়ে উনি রাজ্যের গ্রন্থাগার পরিষেবা (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন। যাতে এই লাইব্রেরির একটি 'ম্যানেজিং কমিটি' গড়ে দেওয়া যায়।

এদিকে লাইব্রেরি থাকলে তার রক্ষণাবেক্ষণ ও সেগুলি নিয়মিত সময় মতো খোলার মতো কোনও লোক নেই বলে অভিযোগ করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। অধিকাংশ লাইব্রেরি পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে। রাজ্য সরকারের এ বিষয়ে অবশ্যই নজর দেওয়া প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন তিনি। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় লাইব্রেরিগুলি রয়েছে, কিন্তু লাইব্রেরিগুলি রক্ষণাবেক্ষণ ও সেই লাইব্রেরি খোলার মতো কোনও লোক নেই। রাজ্য সরকারের এদিকটাতেও নজর দেওয়া উচিত।

প্রতিবাদি নার্সিং স্টাফ আজ গৃহহার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্তমান করোনা সময়কালে উচ্চস্বরে বক্স বাজানোর প্রতিবাদ করায় এক নার্সিং স্টাফকে ঘর ছাড়া করার অভিযোগে উত্তেজনা ছড়ালো এলাকায়। এই করোনার সময়ে উচ্চস্বরে বক্স বাজানোর প্রতিবাদ করায় নার্সিং স্টাফকে ঘর ছাড়া করার অভিযোগ উঠল স্থানীয় কাউন্সিলর রঞ্জিত মন্ডল ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের নরেন্দ্রপুরের কাদারআট এলাকার। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,পেশায় এনআরএস হাসপাতালের নার্সিং স্টাফ মিঠু দাস এলাকায় উচ্চস্বরে মাইক বাজানোর প্রতিবাদ করেন। এরপরে মিঠু দাস ও তাঁর পরিবারকে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হয়। ভয়ে আতঙ্কে তাঁরা এখন ঘরছাড়া। ঘটনার সূত্রপাত, বিশ্বকর্মা পুজোর দিন।ওইদিন উচ্চস্বরে বক্স বাজাচ্ছিল স্থানীয় বেশ কিছু যুবক। মিঠু দাস এর প্রতিবাদ করেছিল। কারণ তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র তাঁর ছেলে ও প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী তাঁর মেয়ের অনলাইনে ক্লাস চলছিল। সেই কারণে মিঠু দাসের উপর চড়াও হয়, তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর ওই প্রতিবাদী মিঠু দাস গোটা ঘটনাটা নরেন্দ্রপুর থানায় গিয়ে জানালে শনিবার পুলিশ এসে যুবকদের সাবধান করে যায়। রবিবার সন্ধ্যা ৬ টা নাগাদ ওই যুবকের দল স্থানীয় কাউন্সিলর রঞ্জিত মন্ডলকে সঙ্গে নিয়ে মিঠু দাসের বাড়িতে আসে। আবারও তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয় এবং কাউন্সিলর নিজে প্রাণে মারার হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। এরপর মিঠু দাস ও তাঁর পরিবার আতঙ্কিত হয়ে পুলিশকে জানালে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ গিয়ে সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে।এই ঘটনার পর আতঙ্কিত মিঠু দাস ও তাঁর পরিবার। মিঠু দাস তাঁর স্বামী ও সন্তানদেরকে নিয়ে এই মুহূর্তে ঘর ছাড়া, তাঁরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। থাকার জায়গা ঠিক করে উঠতে পারেনি। তবে তাঁরা কলকাতার এনআরএস হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। সেখানেই আপাতত থাকবেন বলে জানা গেছে।করোনা পরিস্থিতির অন্যতম সৈনিক এই নার্সিং স্টাফ। আর তাদের সঙ্গে এই ধরনের ব্যবহার মেনে নিতে পারছেন না এলাকার বহু মানুষ। শহর লাগোয়া কলকাতার এ দৃশ্য বড়ই বেমানান।

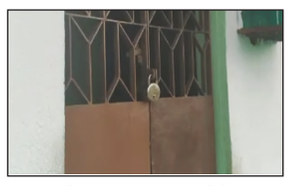

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com